CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-277 ■ 17 July, 2025 ■ আগরতলা ১৭ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ৩২ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা ভারত, চীন ও ব্রাজিলকে হুশিয়ারি নাটো মহাসচিবের

ওয়াশিংটন, ১৬ জুলাই ।। নাটো মহাসচিব মার্ক রুটে বুধবার ওয়াশিংটনে মার্কিন কংগ্রেসের কয়েকজন সিনেটরের সঙ্গে বৈঠকের পর এক কঠোর বার্তা দিয়েছেন ভারত, চীন ও ব্রাজিলের প্রতি। তিনি বলেন, এই তিন দেশ রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে গেলে তাদের "মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত" হতে হতে পারে এবং পশ্চিমা জোটের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে। রুটে সরাসরি বলেন, "আপনারা যদি এখন বেইজিং, দিল্লি বা ব্রাসিলিয়ায় থাকেন, তাহলে দয়া করে একবার ভেবে দেখুন কারণ এটি আপনাদের ওপর ভীষণভাবে আঘাত হানতে পারে।" তিনি তিন দেশের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করে শান্তি আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান।

এই হুঁশিয়ারির একদিন আগেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন, ইউক্রেনকে "ম্যাসিভ" বা ব্যাপক পরিমাণে অস্ত্র সরবরাহ করা হবে যার মধ্যে রয়েছে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ক্ষেপণাস্ত্র এবং গোলাবারুদ। ট্রাম্প জানান, এই অস্ত্র ইউরোপীয় মিত্র দেশগুলোর অর্থায়নে সরবরাহ করা হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনী এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে। একই সঙ্গে ট্রাম্প একটি সময়সীমা বেঁধে দেন আগামী ৫০ দিনের মধ্যে যদি রাশিয়া শান্তিচুক্তিতে সম্মত না হয়, তবে রাশিয়ার তেল ও গ্যাস আমদানিকারী দেশগুলোর ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত মাধ্যমিক শুল্ক আরোপ করা হবে।

রুটে জানান, ইউক্রেনকে দেওয়া সহায়তা শুধু প্রতিরক্ষামূলক নয়, বরং আক্রমণাত্মক সামর্থ্যও এতে থাকবে। যদিও কোন কোন অস্ত্র সরবরাহ করা হবে তা নিয়ে এখনো বিস্তারিত সিদ্ধান্ত হয়নি, তবে বিষয়টি পেন্টাগন, ইউরোপের সুপ্রিম কমান্ডার এবং ইউক্রেনীয় বাহিনীর মধ্যে আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। রুটে বলেন, "এটা শুধুই প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র নয়, আক্রমণাত্মক ব্যবস্থাও রয়েছে, তবে বিস্তারিত নির্ধারণ এখনো চলছে।"

এদিকে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা আলোচনায় আগ্রহী থাকলেও কোনো আল্টিমেটাম মেনে নেওয়া হবে না। রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ এই হুঁশিয়ারিকে "থিয়েট্রিকাল" বা নাটকীয় আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেন, "এই চাপ প্রয়োগ কৌশল রাশিয়ার ওপর কোনো কাজ করবে না।"

বর্তমানে যুদ্ধ পরিস্থিতি ও শান্তি আলোচনার সম্ভাব্যতা এক নতুন মোড় নিচ্ছে, যেখানে কেবল ইউক্রেন বা রাশিয়া নয়, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আরজিএম হাসপাতালে সদ্যোজাতের মৃত্যু ধামাচাপার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। *উনকোটি জেলার কৈলাসহরের আরজিএম হাসপাতালে এক সদ্যোজাত শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার অমানবিক ও ভঙ্গুর চিত্র আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।*

গত ১১ জুলাই ছনতৈল গ্রামের গর্ভবতী মহিলা বুল্টি দেবনাথ ভর্তি হন আরজিএম হাসপাতালে। চিকিৎসক ডা. চিরঞ্জীব দেব ওষুধ দেন। প্রসব ব্যথা না ওঠায় নার্সদের একাধিকবার ডাকাডাকি করা হয়। কিন্তু অভিযোগনার্স ফেরদৌসি বেগম ও পিংকি সাহা তখন ঘরের দরজা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অসমের মুখ্যমন্ত্রী জেলেই যাবেন, নিশানা রাহুলের

গুয়াহাটি, ১৬ জুলাই।। অসম সফরে এসে এক অভূতপূর্ব কৌশলে সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে নিশানা করলেন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে আখ্যা দিলেন "ভারতের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী" হিসেবে এবং জানালেন, "কংগ্রেসের সিংহ-রা তাঁকে জেলে পাঠাবেই"। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল, এই মন্তব্য রাহুল নিজে জনসমাবেশে বলার আগেই তা সামাজিক মাধ্যমে ফাঁস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজেই। বুধবার সকালে এক্স -এ একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, লিখে নিন, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে অবশ্যই জেলে পাঠানো হবে। এই ছিল রাহুল গান্ধীর মন্তব্য, যা তিনি অসম কংগ্রেসের রাজনৈতিক কমিটির বৈঠকে বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে রাহুলকে কটাক্ষ করে লিখেছিলেন,

"তিনি এতদূর অসমে এসেছেন শুধু এই কথা বলতে? শুভেচ্ছা রইল, রাহুলজি। অসমের আতিথেয়তা উপভোগ করুন। আর হ্যাঁ, আপনি নিজেও তো একাধিক ফৌজদারি মামলায় জামিনে রয়েছেন। এ কথা যেন না ভুলে যান!

এর কিছু সময় পরেই গুয়াহাটির ছয়গাঁওয়ে দুপুরে এক বিশাল জনসমাবেশে রাহুল গান্ধী জোর গলায় বলেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভারতের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর চোখে-মুখে আতঙ্ক স্পষ্ট। আর কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। এমনকি নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহও পারবেন না। তিনি আরও বলেন, সমগ্র অসম জানে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের দুর্নীতির কথা। সাংবাদিকরা অচিরেই তাঁর জেলে যাওয়ার ছবি তুলবেন। এটা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশীর নামে উদয়পুরে জমির মালিকানা, প্রদ্যোতের তথ্য ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব গোটা দেশ। বিহার সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। একইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যেও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এক প্রকার আন্দোলনে নেমেছে তিপ্রা মথা। এরই মাঝে নতুন এক তথ্য ঘিরে অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুটি আরো সক্রিয় হয়েছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে তিপ্রা মথা প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন এক গুরুত্বপূর্ণ নথি প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের এক বাসিন্দার নামে ত্রিপুরার উদয়পুরে ০.২২ একর জমি রয়েছে। এই নথিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা রাজ্য। একজন বাংলাদেশী নাগরিকের নামে ত্রিপুরায় কিভাবে জমি থাকতে পারে, কিভাবে বাংলাদেশী নাগরিক হয়েও তিনি ত্রিপুরার জমির মালিকানা পেতে পারেন? এটাই প্রশ্ন উঠছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই প্রশ্ন তুলেই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন নথিগুলি প্রকাশ করেছেন।

প্রদ্যুৎ কিশোরের দেওয়া নথিতে উল্লেখ রয়েছে, দিলু মিয়া, পিতা - বাদশা মিয়া, বাংলাদেশ- এই বাংলাদেশী নাগরিকের নামে উদয়পুরের কিল্লা, মৌজা, তহশিল - খুপিলং এ ০.২২ একর জায়গার মালিকানা রয়েছে। এই জমির উপর ভিত্তি করে ওই ব্যক্তি খুব সহজেই ভারতের নাগরিকত্ব পেতে পারেন। যাবতীয় ব্যক্তিগত নথি তিনি বানিয়ে নিতে পারেন।

এই নথি প্রকাশ করে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চল ছাড়া এটি যদি ভারতের অন্যান্য রাজ্যে ঘুরতো তাহলে ইতিমধ্যেই এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়ে যেত। কিন্তু ত্রিপুরায় বিষয়টি ঘটায় সবাই নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল এখনো কি বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবেই দেখবেন? নাকি গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের সুরক্ষার জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ অনুপের সাথে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

অটো থেকে ১০ কোটির ইয়াবা উদ্ধার, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। নেশা বিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য পুলিশ। অভিযানে আঠারোমুড়ার ৪১ মাইল এলাকা থেকে অটোতে তল্লাশি চালিয়ে ১০ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে দুইজনকে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৪১ মাইল এলাকায় মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ নাকা চেকিং করাকালীন সময়ে আমবাসার দিক থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাওয়া টিআর০১এম৩৬২৪ নম্বরের একটি যাত্রীবাহী অটো গাড়িকে আটক করে। গাড়িটিতে তল্লাশি চালানোর সময় পুলিশ গাড়ীর মধ্যে মেডিসিন জাতীয় কোনো সামগ্রীর গন্ধ অনুভব করতে পারে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সিমেন্ট বোঝাই লরিতে উদ্ধার ৩০ প্যাকেট ইয়াবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। আসাম রাইফেলস এবং ডিআরআই যৌথ অভিযানে খয়েরপুর বাইপাস এলাকা থেকে সিমেন্ট বোঝাই লরিতে তল্লাশি চালিয়ে ৩০ প্যাকেট ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। এদিকে, ঘটনাস্থল থেকে চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য আনুমানিক প্রায় এক কোটি টাকা হবে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাইপাস এলাকায় আসাম রাইফেলসের ২৮ নং বাহিনী এবং ডিআরআই- এর যৌথ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে সিমেন্ট বোঝাই লরিতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ৩০টি ইয়াবা ট্যাবলেটের প্যাকেট উদ্ধার করে। ওই অভিযানে খয়েরপুর পুলিশ আউট পোস্টের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আরও জানা গিয়েছে, লরিটিকে আটক করা গেলেও ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে চালক। উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য আনুমানিক প্রায় এক কোটি টাকা হবে।

বাংলা ভাষাভাষীদের হয়রানির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে প্রতিবাদ মিছিলে মমতা

কলকাতা, ১৬ জুলাই ।। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়াতে শুরু করেছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার বৃষ্টিভেজা রাস্তায় পায়ে হেঁটে পদযাত্রা করলেন। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি ও কেন্দ্রের সরকার বাংলা ভাষাভাষী গরিব শ্রমিকদের বিরুদ্ধে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া থেকে শুরু করে বেআইনি আটক ও 'বিদেশি' তকমা দেওয়ার অভিযোগে সরব হয়ে মমতা বলেন, "বাংলা ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। বিজেপির লজ্জা হওয়া উচিত।"

নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ তদারকি বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন শুরু করতে চলেছে, যা ইতিমধ্যেই বিহারে চালু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর আশঙ্কা, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

১৮৪ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারদের অফার প্রদান

উদ্ভাবনী চিন্তাধারায় দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। রাজ্য ও দেশের উন্নয়নে রাজনীতিবিদরা শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সেই সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারি কর্মচারিদের। তাই রাজ্যের উন্নয়নকে সচল রাখতে সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়া জারি রেখেছে। আজ মুক্তধারা অডিটরিয়ামে পূর্ত দপ্তরের অধীন সিভিল, মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ডিপ্লোমা) পদে চাকরি প্রাপকদের নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। আজ এই অনুষ্ঠানে ১৮৪ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ডিপ্লোমা) পদে চাকরি প্রাপকদের অফার বিতরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ বিল জালিয়াতি বন্ধে তদন্তে নামছে নিগম, অভিযুক্তরা রেহাই পাবেনা ঃ বিদ্যুৎ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। কতিপয় মিটার রিডারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল জালিয়াতির ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম এবং এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর সাফ কথা, দোষী প্রমাণিত হলে, তাহলে কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী জানান, ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৮৯,৬৩২টি স্মার্ট মিটার বসানো হয়েছে। এই সময়কালে এপ্রিল মাসে ৪৩,৬১১টি, মে মাসে ৫৮, ০৪৮টি, জুন মাসে ৭৩,৫৯৩টি এবং জুলাই মাসে এখনও পর্যন্ত ৭৯,৬৫৩টি বিদ্যুৎ বিল জেনারেট হয়েছে। বুধবার আগরতলায় মন্ত্রী জানান, সম্প্রতি কিছু ☛৫ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট মিটার ঃ গন্ডাছড়ায় বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও, বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৬ জুলাই।। গোটা রাজ্যের সাথে বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার ও অনৈতিক বিদ্যুৎ বিলের বিরুদ্ধে উত্তাল গন্ডাছড়া মহকুমা। বুধবার রাইমাভ্যালি কংগ্রেস দলের উদ্যোগে গন্ডাছড়া মহকুমা বিদ্যুৎ অফিসে ঘেরাও, বিক্ষোভ এবং গণ -অবস্থান করা হয়। অবস্থানকালে কংগ্রেস কর্মীরা বিদ্যুৎ অফিসের প্রতিটি দরজা বন্ধ করে দেয়। ভয়ে আতঙ্ক মনোভাবে জনাকয়েক কর্মরত অফিসার অফিসের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য গত বেশ কয়েক মাস যাবৎ বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বসানো এবং বাড়তি বিদ্যুৎ বিল নিয়ে গোটা রাজ্যেই আন্দোলন সংগঠিত করে আসছে বিরোধী সব কয়টি রাজনৈতিক দল। স্মার্ট মিটার নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গন। গোটা রাজ্যের সাথে বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার এবং বর্ধিত বিদ্যুৎ বিলের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠেছে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমাও।

এর জেরে সাধারণ মানুষের দাবী নিয়ে বুধবার গন্ডাছড়া মহকুমার রাজ পথে নামলো রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস দল। ওইদিন বেলা একটায় রাইমাভ্যালি কংগ্রেস দলের কর্মী সমর্থক এবং নেতৃত্বদের উদ্যোগে মহকুমা সদরের দলীয় কার্য্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল মহকুমার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মহকুমা বিদ্যুৎ অফিসে উপস্থিত হয়ে অফিসে বেশ কিছুক্ষন তান্ডব চালায়। বন্ধ করে দেওয়া হয় অফিসের সব কয়টি দরজা। অবস্থা বেগতিক ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৭ জুলাই, ২০২৫ ইং
৩২ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সন্ত্রাস বরদাস্ত নয়

সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে চিনের সামনেই এবার পাকিস্তানকে তুলোধোনা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের। এসসিও বৈঠকে চিন, পাকিস্তান-সহ অন্যান্য বিদেশমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে নাম না করিয়া পাকিস্তানকে একহাত দেন জয়শংকর। বলেন, ভারত সন্ত্রাসবাদকে কোনওভাবেই বরদাস্ত করিবে না। ভারত নিজের মতো করিয়া সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে। সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থাকে 'তিন দানব' বলিয়া উল্লেখ করেন বিদেশমন্ত্রী। মঙ্গলবার এসসিও বৈঠকে বক্তব্য রাখিতে গিয়া বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, "সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থা এই তিন দানবের মোকাবিলা করিবার লক্ষ্যেই এই সংগঠন তৈরি করা হইয়াছিল।" পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার কথা স্মরণ করাইয়া তিনি বলেন, "এই তিনটি চ্যালেঞ্জ সর্বদা একসঙ্গেই আসে। জম্মু ও কাশ্মীরের পর্যটনমূলক অর্থনীতিকে দুর্বল করিতে এবং ধর্মের ভিত্তিতে দেশে বিভাজন তৈরি করিতে পরিকল্পিতভাবে ওই হামলা চালানো হইয়াছিল।" এই সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা জানাইয়াছিল রাষ্ট্রসংঘ ও এসসিও-এর সদস্যভুক্ত কিছু দেশ। তার জন্য ধন্যবাদ জানান জয়শংকর। পাশাপাশি বলেন, "ওই হামলার পর সন্ত্রাসবাদী ও তাহাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি ওঠে। সেই অনুযায়ী ভারত পদক্ষেপ নিয়াছে। আমরা যাহা করিয়াছি, ভবিষ্যতেও তাহা অব্যাহত থাকিবে। এসসিও-র উচিৎ যে লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া এই সংগঠন তৈরি করা হইয়াছিল তাহার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা এবং সমস্ত চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া।"বিশ্বজুড়িয়া বাড়িতে থাকা সংঘাতের কথা উল্লেখ করিয়া জয়শঙ্কর বলেন, "আমরা এমন এক সময়ে এখানে একজোট হইয়াছে যখন গোটা বিশ্ব এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়া যাইতেছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা। গত কয়েক বছরে আমরা আরও বেশি সংঘাত, প্রতিযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক চাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থনৈতিক অস্থিরতা স্পষ্টতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হল বিশ্ব শৃঙ্খলাকে স্থিতিশীল করা, সম্ভাবনার পথ খোঁজা এবং আমাদের সম্মিলিত স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলিতে পারে এমন সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা।

ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে প্রবল বর্ষণ অব্যাহত, দিল্লি-এনসিআর সহ বিভিন্ন রাজ্যে জারি সতর্কতা আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই:ভারতের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী দুই দিনের মধ্যে দেশের পূর্ব এবং মধ্যাঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের কেরল, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু জুড়েও আগামী এক সপ্তাহ জুড়ে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। উত্তর, পূর্ব ও মধ্য ভারতের বিস্তৃত অংশে ইতিমধ্যে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে এবং আগামী কয়েকদিন ধরে এই পরিস্থিতি আরও তীব্র হবে বলে জানিয়েছে দপ্তর।

আবহাওয়াবিদদের মতে, বর্তমানে দেশের ওপর দুটি সক্রিয় নিম্নচাপ অঞ্চল আবহাওয়ার এমন রূপের জন্য দায়ী। একটি নিম্নচাপ উত্তর-পশ্চিম রাজস্থান এবং তার পার্শবর্তী অঞ্চলে অবস্থান করছে, অন্যটি দক্ষিণ-পশ্চিম বিহার এবং পূর্ব উত্তরপ্রদেশে সক্রিয়। এই দুটি নিম্নচাপ অঞ্চল পরস্পরকে শক্তিশালী করে তুলছে এবং এর ফলে বড় অংশ জুড়ে বৃষ্টির প্রকোপ দেখা দিচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এর প্রভাবে দেশের পূর্ব এবং মধ্যাঞ্চলে ১৬ ও ১৭ জুলাই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে।

এদিকে, কেরল, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলায় আগামী ১৬ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উপকূলবর্তী ও ঘাট অঞ্চলে ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে বলে সতর্ক করা হয়েছে। কেরলের থ্রিসুর, এরনাকুলাম ও ইডুক্কি, কর্ণাটকের উত্তর কানাড়া, উদুপ্পি, দক্ষিণ কানাড়া ও কাসারগোড় এবং রাজস্থানের বারান ও ঝালাওয়ারে অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। একইসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের মীরপুর, রাজৌরি, রিয়াসি, রামবান, উধমপুর, জম্মু এবং সাম্বাতেও ১৬ জুলাই অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট ঘোষণা করা হয়েছে।

পূর্ব ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশে ইতিমধ্যে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিহারের পাটনা, জামুই, ভোজপুর, ঝাড়খণ্ডের হজারিবাগ, গিরিডি, কোডারমা, চতরা এবং পালামু সহ বেশ কয়েকটি জেলায় প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের সিংরাউলি, রেওয়া এবং সিদ্ধিতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। উত্তর ভারতের পাহাড়ি রাজ্যগুলির মধ্যে জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে ১৬ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন দিনে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। ১৬ ও ১৭ জুলাই বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ১৭ জুলাই। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডে ১৭, ২০ এবং ২১ জুলাই অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। হিমাচল প্রদেশেও ২১ ও ২২ জুলাই বৃষ্টি হতে পারে।

দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে গত কয়েকদিনে আকাশ মেঘলা ছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৬ জুলাই দিল্লিতে আকাশ মেঘলা থাকবে এবং হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ দেখা দিতে পারে। দিনের তাপমাত্রা ৩১ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতের তাপমাত্রা ২৩ থেকে ২৫ ডিগ্রির মধ্যে থাকবে, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ২ থেকে ৪ ডিগ্রি কম থাকবে। ১৭ জুলাই দিল্লিতে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে, হালকা বৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুৎ সহ আবহাওয়া বজায় থাকবে। তাপমাত্রা প্রায় ৩২ থেকে ৩৪ ডিগ্রির মধ্যে থাকবে। ১৮ জুলাই একই ধরনের আবহাওয়া থাকবে, তবে ১৯ জুলাই বৃষ্টি কমে যাবে এবং দিনের তাপমাত্রা ৩৪ থেকে ৩৬ ডিগ্রিতে পৌঁছাবে।

এদিকে, পশ্চিম ভারতে কোকন ও গোয়া এবং ঘাট অঞ্চলে ২০ ও ২১ জুলাই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। গোয়ায় ১৬ এবং ১৯ জুলাই প্রবল বৃষ্টিপাত হতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম ও ত্রিপুরাতে ১৬ এবং ১৯ থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

দক্ষিণ ভারতেও আগামী সাত দিন জুড়ে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কেরল, মাহে, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, রায়লসীমা, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম এবং তেলেঙ্গানায় ১৬ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত নিয়মিত বৃষ্টি হতে পারে। এই অঞ্চলে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি গতির ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে কিছু অঞ্চলে হঠাৎ বন্যা, নদী উপচে পড়া, ভূমিধস, বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতার সম্ভাবনা রয়েছে। জনগণকে সতর্ক থাকতে এবং জরুরি অবস্থায় স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে নিম্নাঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই প্রাকৃতিক পরিস্থিতির ওপর নিয়মিত নজর রাখছে আবহাওয়া দপ্তর, এবং প্রতিদিন আবহাওয়ার আপডেট প্রদান করা হচ্ছে। জনগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তারা সরকারি ও বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আবহাওয়া সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করুন এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন।

তাপপ্রবাহে পুড়ছে ইউরোপ,এটাই ভবিতব্য

শোভনলাল চক্রবর্তী

শেষ কবে এত গরমে কষ্ট পেয়েছে ইটালি, ফ্রান্স, স্পেনের মতো দেশগুলি, তা মনে করতে পারছেন না অনেকেই। তবে গত কয়েক দিনে নাজেহাল অবস্থা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না- বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ফ্রান্সে স্কুল বন্ধ, আইফেল টাওয়ারের মতো পর্যটনস্থলগুলিতেও না-যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। অন্য দিকে, ইটালিতেও গরমের জেরে হাঁসফাঁস অবস্থা। মিলান, রোম-সহ দেশের ১৭টি জায়গায় চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুধু তাপপ্রবাহ নয়, তুরস্ক লড়াই করছে দাবানলের সঙ্গে। ইউরোপের এই তাপপ্রবাহকে ''ব্যতিক্রমী'' বলছেন আবহাওয়াবিদেরা। ইউরোপে সবে গরম পড়তে শুরু করেছে। আর গ্রীষ্মের শুরুতেই চড়চড়িয়ে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। কোথাও কোথাও গরমের আগের সব রেকর্ড ভাঙছে। কোথাও ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আবার কোথাও ৪৬ ডিগ্রি, কোথাও কোথাও আবার তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। ইউরোপে দ্রুত উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অতীতে লক্ষ করা যায়নি বলেই মানছেন আবহবিদেরা। পিছিয়ে নেই জার্মানি, ইটালিও। ইটালির নেপলস, পালেরমোর তাপমাত্রা প্রায় ৪০ ডিগ্রি ছুঁইছুঁই। রোম ও মিলান-সহ ইটালির ১৮টি শহরে লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। তীব্র দাবদাহের লাল সতর্কতা জারি হয়েছে অস্ট্রিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া, স্লোভেনিয়া প্রভৃতি দেশেও। এ পর্যন্ত ইউরোপে গরমের কারণে আট জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে স্পেনে চার জন, ফ্রান্সে দু'জন এবং ইটালিতে দু'জন মারা গিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, গরমের কারণে গারোন নদীর জলের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় দক্ষিণ ফ্রান্সের গল্ফেক পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের দু'টি চুল্লির মধ্যে একটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুইৎজারল্যান্ডের বেজনাও পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রেও দু'টি চুল্লি বন্ধ রাখা হয়েছে। আরে নদীর জলের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত। বন্ধ হয়ে যাওয়া তিন পরমাণুকেন্দ্রেই চুল্লির তাপমাত্রা কমানোর জন্য নদীর জল ব্যবহার করা হয়-চুল্লিতে ব্যবহারের পর গরম হয়ে যাওয়া সেই জল ফের ফিরিয়ে দেওয়া হয় প্রকৃতিতে। কিন্তু নদীর জলের স্বাভাবিক। উষ্ণতা ২৫ ডিগ্রির বেশি হয়ে গেলেই তা আর ব্যবহারযোগ্য

থাকে না। কারণ চুল্লিতে ব্যবহারের পর ওই জলের উষ্ণতা অত্যধিক বেড়ে যায়, যা জলজ বাস্তুতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। তবে আপাতত তাপপ্রবাহের কারণে মাথায় হাত পড়েছে আবহবিদদের। মনে করা হচ্ছে, বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণেই এই পরিস্থিতি ইউরোপে। আগামী কয়েক বছরে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস ও বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মুখপাত্র ক্লেয়ার নালিসের মতে, বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির গড়ের দ্বিগুণ গতিতে গরম বাড়ছে ইউরোপে। এইরকমভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মহাদেশটির লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝুঁকির মুখে পড়ছেন। মহাদেশের বিভিন্ন দেশে মৃতের সংখ্যাও বাড়ছে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ইটালি, গ্রিস এবং সুইৎজারল্যান্ডে। উত্তর গোলার্ধের দেশগুলিতে এই সময় তাপপ্রবাহের ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। তবে তাপমাত্রার এই ঊর্ধ্বগতি আগে দেখা যায়নি। ফ্রান্সের কিছু কিছু অংশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০-৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গেছে। এর পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা। ফ্রান্সে প্রায় ১৯০০ স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। প্রতিদিনই সেই সংখ্যা বাড়ছে। ১৬টি জায়গায় লাল সতর্কতা জারি করেছে স্থানীয় আবহাওয়া দফতর। পর্যটকদের জন্য আইফেল টাওয়ার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। জানানো হয়েছে, 'আইফেল টাওয়ার বন্ধ থাকার কারণে পর্যটকদের যে অসুবিধা হচ্ছে তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। তবে পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।' ইতালির মিলান, রোম-সহ দেশের ১৭টি জায়গায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দিনের উষ্ণতম সময়ে ঘরের বাইরে বার না-হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে প্রশাসন। কিছু কিছু জায়গায় বাইরে কাজ বন্ধ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি না-হওয়া পর্যন্ত সতর্কতা এবং নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। ইটালির বোলোনা শহরে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অতিরিক্ত গরমই মৃত্যুর কারণ বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। গরমের সঙ্গে দোসর বিদ্যুৎবিভ্রাটও। বেশ কয়েকটি জায়গায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম স্পেনের লা গ্রানাদো শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছে ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ছয় দশকে কখনও এত গরম পড়েনি সে দেশে। এই পরিস্থিতিতে সে দেশের সরকারি আবহাওয়া বিজ্ঞান সংস্থা (এইএমইটি) জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে পরিস্থিতির বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অতীতে জুন মাসে এত গরম কোনও সময়ে পড়েনি এ দেশে। এইএমইটি জানিয়েছে, স্পেনের ইতিহাসে ''উষ্ণতম জুন''। ভূমধ্যসাগর উপকূলীয় এলাকাগুলিতে আরও তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়ে সতর্ক করেছেন স্পেনের আবহবিজ্ঞানীরা। রোদে রাস্তায় না বেরোনোর পরামর্শ দিয়েছে সে দেশের সরকারও।

পর্তুগালের লিসবন থেকে প্রায় ৮০ মাইল পূর্বে অবস্থিত মোরা শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ ৪৬.৬ ডিগ্রি ছুঁয়েছে। এমনই জানাচ্ছে পর্তুগালের আবহাওয়া বিভাগ (আইপিএমএ)। রাজধানী লিসবনেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদেরা। দিনকয়েকের মধ্যে আবহাওয়া পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই জানাচ্ছে আইপিএমএ। এ ছাড়াও, গ্রিস এবং তুরস্কের মতো দেশগুলি গরমের পাশাপাশি লড়াই করছে দাবানলের সঙ্গে। গ্রিসের একাংশেও তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। দক্ষিণ আথেন্সে যে দাবানল লেগেছিল, তা আরও ছড়িয়ে পড়েছে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে ইতিমধ্যেই বহু মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছে। তুরস্কের অবস্থাও একই। ব্রিটেনে দেশের বিভিন্ন জায়গার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি। তবে ইউরোপের অন্য দেশগুলির তুলনায় ব্রিটেনের পরিস্থিতি কিছুটা ভাল। তবে সেখানেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। সে দেশে এখন উইম্বলডন টেনিস টুর্নামেন্ট চলছে। চলছে ভারত- ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। বিশ্বের নানা প্রান্তের টেনিস ও ক্রিকেট তারকারা তো বটেই, অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিরও ভিড় ব্রিটেনে। তবে অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে সমস্যায় পড়ছেন অনেকেই। এই বেলাগাম তাপপ্রবাহ অপ্রত্যাশিত নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, এমন চরম উষ্ণ আবহাওয়া আগামী দিনে আরও বেশি করে এবং আরও তীব্রভাবে অনুভব করবে বিশ্ববাসী। কারণ, বিশেষজ্ঞদের অনুমান অভ্রান্ত প্রমাণ করে পৃথিবী উষ্ণতর হয়ে উঠছে। ইউরোপের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের আঘাতটি সর্বাধিক। পরিসংখ্যান বলছে, মহাদেশগুলির মধ্যে ইউরোপই সবচেয়ে দ্রুত উষ্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বে যেখানে প্রতি দশকে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ০.২ ডিগ্র সেলসিয়াস, সেখানে ইউরোপে এই হার ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত বছর বিশ্বের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা শিল্পবিপ্লব- পূর্ব যুগের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে তাপমাত্রা শিল্পবিপ্লব-পূর্ব যুগের তুলনায় গড়ে প্রায় ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস অধিক থেকে গিয়েছে। নতুন গবেষণা বলছে, ইউরোপের গ্রীষ্ম ঋতুটি আর চিরচেনা সময়সীমাতে আবদ্ধ থাকবে না। তা আরও দীর্ঘতর হয়ে উঠবে। কিছু শহরে তা বছরে পাঁচ মাস অবধিও টিকে যাবে। অধিক তাপমাত্রা শুধুমাত্র শারীরিক এবং পরিবেশগত ক্ষতি ডেকে আনে না, অর্থনীতিতেও মোক্ষম ধাক্কা দেয়। সে ক্ষতির মোকাবিলা বিষয়ে এখনই ভাবা প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা সেখানেই। জলবায়ুর মতো বৈশ্বিক বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপগুলি শুধুমাত্র নিজের দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখলেই চলবে না. ভাবতে হবে 'অন্য'দের বিষয়েও। কিন্তু ধনী দেশগুলি সে পথে হাঁটতে নারাজ।

সম্প্রতি ব্রিকস সম্মেলনে যৌথ বিবৃতিতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ জোর গলায় বলেছেন, জলবায়ু খাতে অর্থ বরাদ্দ করা ধনী দেশগুলির উন্নয়নশীল দেশের প্রতি কর্তব্য। অথচ, সে কর্তব্য যথাযথ পালিত হচ্ছে না। আগামী নভেম্বর ব্রাজিলে হতে চলা আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলন সিওপি ৩০-এর চিফ এগজিকিউটিভ আনা টোনি মূল্যবান একটি মন্তব্য করেছেন 'জলবায়ুই আমাদের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ।' আরও বলেছেন, সামরিক আর বাণিজ্য যুদ্ধগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকর সেগুলি জলবায়ু থেকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দেয় অন্য দিকে। উন্নত বিশ্ব আদৌ সে বিষয়ে সচেতন কি?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মহানির্বাণ

গৌতম গুহ রায়

১৯৪১-এর ৩০ জুলাই, অবশেষে কবিকে অপারেশন টেবিলে যেতেই হলো। সেদিন সকালেই অশক্ত শরীরে মুখে মুখে রচনা করলেন, 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি/বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়ী', রানি মহলানবিশ লিখে রাখলেন। সকাল সাড়ে ন-টা নাগাদ আরও তিন লাইন যুক্ত করলেন 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে/সে পায় তোমার হাতে/শান্তির অক্ষয় অধিকার।' রবীন্দ্রনাথ তাকে বললেন, কিছু গোলমাল আছে, পরে ঠিক করে দেবেন। কিন্তু এই সুযোগ তিনি আর পেলেন না। সকাল এগারোটা নাগাদ তার অপারেশন হয়। এরপর ক্রমশ আরও খারাপ হয়ে ওঠে কবির শরীর। এলো বাইশে শ্রাবণ, ইংরেজির ৭ আগস্ট, এ শুধু "কবির মৃত্যুদিন" নয়, বাঙালির শ্রেষ্ঠ আইকনের "মহানির্বাণ"-এর দিন। যে প্রয়াণ ও তাকে ঘিরে ঘটে চলা নানা ঘটনা, অসম্মান ও গ্লানির হাজারও জিজ্ঞাসা আজও আমাদের মাথা নীচু করে দেয়। শৈশবে, মাত্র ১১ বছর বয়সে ডেঙ্গু জ্বরের হাত থেকে রক্ষা পেতে কলকাতা ছেড়ে গঙ্গা তীরের পানিহাটিতে আশ্রয় নিয়েছিল ঠাকুর পরিবার। পরিবারের একজন হিসেবে সে ছিল রবিঠাকুরের প্রথম "বাসা" থেকে বাইরে যাওয়া। সেবার প্রাণচঞ্চল বালককে সম্ভাব্য মরণের কোপ থেকে রক্ষা করতে বড়রা নিয়ে গিয়েছিলেন অন্যত্র। এর সাত দশক পরে আশি পেরোনো কবিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে নিয়ে আসা হলো সেই জোড়াসাঁকোয়, যেখানে তাকে মরণের কাছেই সমর্পণ করা হলো।

রবীন্দ্রনাথ, বাংলা তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, হৃদয়ে যার ছিল দুর্বার প্রাচুর্য, অনুভবে, অসাধারণ স্পর্শকাতরতায় যিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, দেশাচারকে অথচ সেই মানুষটির চলার পথ কিন্তু কখনও "ফুল্লকুসুমিত" ছিল না। বারংবার অসম্মান, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, ঈর্ষার কাঁটায় রক্তাক্ত হতে হয়েছে তাকে। তার শেষ যাত্রাও এই অসম্মান ও আঘাত হতে মুক্ত থাকেনি। গোটা জীবনই তো তিনি মৃত্যুর ''শোকযাত্রা'' দেখেছেন, মৃত্যুলোক বারবার তাকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছে, তবে মৃত্যুশোক তাকে আঘাত করলেও পরাভূত করতে পারেনি। ১৯০০ সালের নভেম্বরে কলকাতা থেকে স্ত্রী মৃণালিনীকে লিখেছিলেন, 'বেঁচে থাকতে গেলেই মৃত্যু কতবার আমাদের দ্বারে এসে কত জায়গায় আঘাত করবেমৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা'ত নেই, শোকের বিপদের মুখে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বন্ধু জেনে যদি নির্ভর করতে না শেখ তাহলে তোমার শোকের অন্ত নেই।'

মাত্র-চৌদ্দ বছর বয়সে তার মায়ের মৃত্যু হয়। তার বিয়ের দিন, যখন তিনি নতুন বউ নিয়ে বাড়ি ঢুকছেন সে সময়ই মৃত্যু বেছে নেন ঠাকুরবাড়ি ঘরজামাই সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌদামিনীর স্বামী, যার উপর ছিল জমিদারি দেখাশোনার ভার। বিয়ের চার বছরের মধ্যেই আত্মঘাতী হলেন তার ''বৌঠান'' কাদম্বরী দেবী। রবীন্দ্রনাথের পর আরও এক ভাই জন্মেই মারা যান, দু'ভাই ছিলেন বদ্ধ উন্মাদ। তার মাত্র আঠাশ বছর বয়স যখন, মারা গেলেন কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী। প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু, কন্যার মৃত্যু যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। একমাত্র দৌহিত্র, মীরা দেবীর পুত্রের নিষ্ঠুর মৃত্যুর শোককে কবি প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন তার মতো করেই, "যাবে যদি যাও, অশ্রু মুছে যাও।"

কবির উনচল্লিশতম জন্মদিনে, ১৩০৭-এ ''জন্মদিনের গান''-এর শিরোনামে কবি লিখেছিলেন "ভয় হতে তব অভয় মাঝারে" যাত্রা করার প্রার্থনাটি। এই গানে ব্যক্ত হয়েছিল অস্তিত্বভীতি, জাগতিক-অধিজাগতিক নানা ভয় জয় করে নতুন জন্মলাভের বাসনা। তিনি ব্যাকুল ছিলেন ''সকল দীনতা- সংশয়- জড়তামুক্ত'' নতুন জীবনের আস্বাদ পেতে। সুখ-দুঃখের ব্যক্তিগত বলয় থেকে সরে সেই আনন্দলোকে লীন হতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যে নবজন্মের উন্মেষ তিনি চেয়েছিলেন, আত্মমুক্তির পথেই আসে সেই নবজন্ম। উল্লিখিত গানটির পর রবীন্দ্রনাথ তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে দীর্ঘদিন আর কিছু লিখতে চাননি, লেখেননি। এর এক দশক পরে, তার পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে যে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল সেই উপলক্ষ্যে "জন্মোৎসব" লেখেন। এখানে কবির দর্শন বহুমাত্রিক। লেখেন "যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত থাকে ততক্ষণ তা নতুন বলে বিবেচ্য হয়, তা আশা ও ঔৎসুক্যকে জাগিয়ে রাখত''। তিনি এখানে হয়ত কিছু নস্টালজিক হয়ে ওঠেন, ফিরে যান তার তারুণ্যে। এখানে তার কাছে "উৎসব" জিনিসটাই হচ্ছে নবীনের উপলব্ধি। জন্মদিন হচ্ছে অপরকে আপনার করে পাওয়ার দিন, তাকেও অপরেরও আপন করে নেবার দিন। তার অতীত, তার তরুণ কালকে মনে করেন, যখন নিজেকে মনে হতো অসীম সম্ভাবনাময় এক সত্তা যার ভবিষ্যৎ দূরবিস্তৃত, যার রহস্যলোকের জীবন অনাবিষ্কৃত। এই দিনে কবি আসলে নিজের সত্তার অন্তর্গত করার মধ্য দিয়ে নিজেকেই বহুগুণ ফিরে পান।

রবীন্দ্রনাথ বাইরের আমি ও অন্তরের আমি-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন নানা ভাবে, এই সূত্রে তিনি কেন্দ্র ও প্রান্তের প্রসঙ্গ এনেছেন। স্বার্থমগ্ন আমি হচ্ছে কেন্দ্র, অন্য সমস্ত কিছু পরিধির প্রান্ত। 'ওই স্বার্থমগ্ন আমিকে সকলের মঙ্গলকামনায় বিগলিত করার মধ্য দিয়ে সমগ্রের অন্তর্বর্তী করতে হয়। এক নিভৃত আমি-এর বিপরীতে আমি-এরই আরেক ক্ষুদ্রখণ্ড -অহংসর্বস্ব আমিত্ব আছে, তার উত্তরণ ঘটে সমগ্রের প্রাণ জড়িয়ে গিয়ে নিভৃত-আমির প্রাণসৃষ্টিতে। জন্ম উৎসবে কবি এই সমগ্রের প্রাণ স্পর্শ পান।' রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিনের স্মৃতিকথা তার দাদা সতেন্দ্রনাথের প্রপৌত্র সুপ্রিয় ঠাকুর লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিন উদ্যাপিত হয়েছিল উদয়নের বারান্দায়। আর সেখানেই পড়ে শোনানো হয়েছিল সেই কালজয়ী রচনা ''সভ্যতার সঙ্কট''। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ একটি চেয়ারে বসে আছেন, তার পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ রায় পড়ছেন "সভ্যতার সংকট"। আশ্রমবাসীরা সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে সেই রচনা শুনছে।

কবির শারীরিক অবসন্নতার ছাপ তার লেখাতেও চিহ্ন রাখছিল। ১৩২৯ এর ২৫ বৈশাখ লেখা 'পঁচিশে বৈশাখ' (পূরবী)-এ তিনি আবেগময় ও বাণীঋদ্ধ, যদিও তখন তিনি জীবনসায়াহ্নের পথে। তখনো তার কাছে পঁচিশে বৈশাখ "জন্ম-স্মরণ-পূর্ণবাণী"। এর একদশক পরে "জন্মদিন"-এ নিজেকে তপস্বী ভাবেন কবি, যাকে বলেন নিজের "রুদ্রসত্তা"। নিজের রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলো-যন্ত্রণাদগ্ধ ক্ষুব্ধ প্রজ্বলন্ত বাস্তবতা দিয়ে গাঁথা মালা তিনি রুদ্রের হাতে সঁপে দিতে চান। কেন রবীন্দ্রনাথ এ সময় রৌদ্রদিনের কথা বলছেন? কেন রুদ্রকে বলেন তপস্যান্তে নেমে এসো ছায়া ঘন বনভূমিতে যেখানে ''অরুণ আকাশ আষাঢ়ের আভাসে করুণ?'' বেশ কয়েক বছর আগেই "পূরবী"-তে যে শারীরিক অবসন্নতার ছায়া দেখা যাচ্ছিল না সেই ছায়া এখানে কবির মনকে ছুঁয়েছে। জীবনের পরম সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে চাইছেন স্থূল তর্ক- সন্দেহ- খ্যাতি- দুরাশা ছেড়ে সহস্র হতে, লিখছেন, "আমি যাই, রেখে যাই মোর ভালবাসা"। 'তরঙ্গমণ্ডিত জনসমুদ্রতীরে' কবি যে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছেন, বারংবার আক্রান্ত হয়েছেন, মুখোমুখি হয়েছেন জীবনের রণক্ষেত্রে সংগ্রামের সংঘাত-দ্বন্দ্বে, 'যার পায়ে বিঁধেছে কাঁটা/ক্ষত বক্ষে পরেছে রক্তধারা'।

এই রবীন্দ্রনাথকেও শেষ সময়ে সহ্য করতে হলো চূড়ান্ত অসহনীয় যন্ত্রণা, তার যাবতীয় ইচ্ছাকে পায়ের তলায় দুমড়ে মুচড়ে মৃতদেহকে দুষ্কৃতিদের মতো ছিনিয়ে নিয়ে চিতায় তোলা হলো, সেই দৃশ্য ভাবলে আজ গ্লানিতে মাথা নীচু হয়ে যায়। এমনকি, তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন যে শয্যায় সেটি এবং তার চিতাভস্ম-সহ কলসটিও বেমালুম বেপাত্তা হয়ে গেল!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় কংগ্রেসের উদ্যোগে স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদ জানায়।

বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ রণক্ষেত্র ৪ জন নিহত পুলিশ সাংবাদিকসহ আহত শতাধিক,কারফিউ জারি

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১৬।। জাতীয় নাগরিক পার্টির সমাবেশ ঘিরে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ। দফায় দফায় সংর্ঘষে ৪জন নিহত এবং পুলিশ,সাংবাদিকসহ কমপক্ষে শতাধিক আহত হয়েছে। জাতীয় নাগরিক পার্টির সমাবেশ শেষে মাদারীপুর যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়েছে এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতাদের গাড়িবহর।এরপর পুলিশ ও আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

নহিতরা হলো- জলো শহররে উদয়ন রোডরে সন্তোষ সাহার ছলে যুবলীগ সদস্য দীপ্ত সাহা (২৫), শহররে থানাপাড়ার কামরুল কাজীর ছলে রমজান কাজী (২৪), সদর উপজলোর আড় পাড়া এলাকার আজাদ তালুকদাররে ছলে ইমন তালুকদার (১৮) এবং টুঙ্গপিাড়া গ্রামরে ইদ্রসি মোল্লার ছলে সোহলে মোল্লা (৩৫)। এরা সবাই গুলি বদ্ধি হয়ে নহিত হয়ছে বলে গোপালগঞ্জ আড়াইশ শয্যা বশিষ্টি জনোরলে হাসপাতালরে জরুরী বভিাগরে চকিৎিসক ডাঃ শখে মোঃ নাবলি সাংবাদকিদরে জানয়িছেনে।

বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক মুহম্মদ কামরুজ্জামান। পরর্বততিে রাত ৮টা থকেে পররে দনি বৃহস্পতবিার ৬টা পর্যন্ত কারফউি জারি করা হয়।এসব ঘটনায় জলো শহর সহ আশপাশ এলাকায় ভতিরি সৃষ্টি হয়ছে। র্বতমানে পরস্থিতিি আইন-শৃঙ্খলা বাহনিীর নয়িন্ত্রণে রয়ছে।

বুধবার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক জীবিতেষ বিশ্বাস বলেন, বিকেলে তিনজনকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। তাঁরা গুলিবিদ্ধ ছিলেন। হাসপাতালের কর্মকর্তা জীবিতেষ বিশ্বাস বলেন, আরও ৯ জনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের অস্ত্রোপচার চলছে।

এর আগে গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির সমাবেশ শেষে ফিরে যাওয়ার সময় সড়ক অবরোধ করে কেন্দ্রীয় নেতাকর্মীদের গাড়িবহরে হামলা চালায় নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। বুধবার দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটের দিকে জেলা শহরের লঞ্চঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশ বাধা দিতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল ছুড়তে দেখা গেছে। এ সময় নেতাকর্মীদের গাড়িবহর লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তারা বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে। এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে এনসিপি নেতাদের নিয়ে পিছু হটতে দেখা গেছে। এই কর্মসূচি ঘিরে গোপালগঞ্জ সদরে বুধবার সকালে পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। হামলা করা হয়েছে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার গাড়িতেও।

এদিকে, গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির সমাবেশে আওয়ামীলী ও ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে ঢাকা - চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসুচি পালন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতাকর্মীরা। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে ব্লকেড কর্মসুচির ঘোষণা দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বুধবার বিকালে সংগঠনটির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

নিহত দীপ্ত সাহার চাচা হাসপাতালে বলেন, দীপ্ত দুপুরের খাবার খেয়ে তাঁর দোকানে যাচ্ছিলেন। শহরের চৌরঙ্গীতে তাঁর পেটে গুলি লাগে। নিহত রমজান কাজীর বাবা কামরুল কাজী বলেন, 'আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলছে। আমার ছেলে তো কোনো দোষ করেনি। আমি আমার সন্তানকে কোথায় পাব?' নিহত সোহেল মোল্লা গোপালগঞ্জ শহরের চৌরঙ্গী এলাকার কেরামত আলী প্লাজায় মোবাইল ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করেছেন একই মার্কেটের দোকানদার জনি খান।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন বলেন, সমাবেশ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে এনসিপির নেতা-কর্মীদের ঘিরে হামলা চালান। এ সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা সাউন্ড গ্রেনেড ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এনসিপির নেতা-কর্মীরা অন্যদিক দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

হামলার ঘটনার পর এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এই হামলা চালিয়েছেন। এ সময় পুলিশ-সেনাবাহিনী নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। তাদের (এনসিপি) বলা হয়েছিল, সবকিছু ঠিক আছে। কিন্তু তাঁরা সমাবেশস্থলে এসে দেখেন, পরিস্থিতি ঠিক নেই।

এর আগে বেলা পৌনে ২টার দিকে সমাবেশ শুরুর আগে ২০০ থেকে ৩০০ লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে এনসিপির সমাবেশস্থলে যান। সে সময় মঞ্চের আশপাশে থাকা পুলিশ সদস্যরা সেখান থেকে দ্রুত আদালত চত্বরে ঢুকে পড়েন। একই সময়ে মঞ্চে ও মঞ্চের সামনে থাকা এনসিপির নেতা-কর্মীরাও দৌড়ে সরে যান। যাঁরা হামলা চালান, তাঁরা সবাই আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে এনসিপির নেতা-কর্মীরা অভিযোগ করেছিলেন। ওই সময় হামলাকারীরা মঞ্চের চেয়ার ভাঙচুর করেন, ব্যানার ছিঁড়ে ফেলেন। একপর্যায়ে জেলা পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান ঘটনাস্থলে যান। এনসিপির নেতা-কর্মী ও পুলিশ এক হয়ে ধাওয়া দিলে হামলাকারীরা পালিয়ে যান। বেলা ২টা ৫ মিনিটে সমাবেশস্থলে পৌঁছান এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ, মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলমসহ কেন্দ্রীয় নেতারা। সেখানে সমাবেশ করে এনসিপি। সমাবেশ শেষে এনসিপির নেতা-কর্মীদের ঘিরে হামলার ঘটনা ঘটে।

এর আগে এনসিপির কর্মসূচি ঘিরে গোপালগঞ্জে পুলিশের গাড়িতে আগুন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট সড়কের সদর উপজেলার কংশুরে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের গাড়ি পোড়ানোর একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা যায়, গাড়ি পোড়ানোর সময় সেখানে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক মো. পিয়ালকে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য আরেকজনকে বলতে শোনা যায়, "আমরা পিয়াল ভাইয়ের সাথে আছি।"

গোপালগঞ্জের হামলাকারীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না বলে বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। বুধবার বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে এই বিবৃতি দেওয়া হয়। বিবৃতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জানায়, গোপালগঞ্জে সংঘটিত সহিংসতা সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। বিপ্লবী আন্দোলনের এক বছর পূর্তিতে যুবকরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সমাবেশ করছিল। হামলার মাধ্যমে সমাবেশের এই অধিকার রুদ্ধ করা তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের লজ্জাজনক উদাহরণ। এতে বলা হয়, ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি, পুলিশ ও গণমাধ্যমকর্মীরা নৃশংস হামলার শিকার হয়েছেন। তাদের গাড়ি ভাঙ্গচুর করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে সহিংসভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে,

পাশবিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, ৫ বছরের মেয়েকে খুনের পর লাশের পাশে প্রেমিককে নিয়ে মাদক সেবন ও যৌন সম্পর্ক

লখনউ, ১৫ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউতে এক লোমহর্ষক ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা দেশ। এক নিষ্ঠুর মা তার পাঁচ বছর বয়সী নিষ্পাপ কন্যাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে, কেবল মাত্র তার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে অবাধ করার জন্য এবং স্বামীকে মিথ্যা খুনের মামলায় ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে। এই জঘন্য অপরাধে তাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে তার প্রেমিক। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে যে তথ্য সামনে এসেছে, তা যেকোনো সংবেদনশীল মানুষকে শিউরে তুলবে। মেয়েকে হত্যার পর এই পৈশাচিক যুগল মৃতদেহের পাশেই মাদক ও মদ সেবন করে, শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং সারারাত ঘুমিয়ে কাটায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত মহিলা, যার নাম রোশনি, তার স্বামী শাহরুখের দীর্ঘদিনের বন্ধু উদিতের (উভয়ই গ্রেপ্তার) সাথে আট বছর ধরে পরকীয়ায় লিপ্ত ছিল। রোশনি এবং শাহরুখের মধ্যে গত তিন বছর ধরে বিবাদ চলছিল এবং তারা আলাদা বসবাস করছিল। রোশনি তার মেয়েকে নিয়ে কাইসারবাগের একটি চতুর্থ তলার ফ্ল্যাটে উদিতের সাথে মে মাস থেকে বসবাস শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, এই দম্পতি তাদের অবাধ জীবনযাপনের পথে সাইনাকে বাধা মনে করছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল সাইনাকে হত্যা করে তার দায়ভার শাহরুখের উপর চাপিয়ে দেওয়া, যাতে শাহরুখ জেলবন্দী হয় এবং তারা নির্বিঘ্নে একসাথে থাকতে পারে। এই পাশবিক পরিকল্পনা তারা এপ্রিল মাস থেকেই শুরু করেছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত রবিবার (১৩ জুলাই) রাতের ঘটনা। শাহরুখের অনুপস্থিতিতে উদিত খাবার, সিগারেট এবং মদ নিয়ে রোশনির বাড়িতে আসে। তারা দুজনে রোশনির বেডরুমে একান্ত সময় কাটাচ্ছিল। আচমকাই পাঁচ বছর বয়সী সাইনা তাদেরকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে। এরপরই রোশনি এবং উদিত ক্ষিপ্ত হয়ে সাইনাকে জাপটে ধরে। তারা তার মুখে একটি রুমাল গুঁজে দেয় এবং উদিত পা দিয়ে সাইনার পেটে জোর করে চাপ দেয়। এতেই শ্বাসরোধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয় ছোট্ট সাইনার।

সাইনাকে হত্যার পর এই নিষ্ঠুর যুগল আরও এক ধাপ এগিয়ে যায় পাশবিকতায়। তারা স্নান করে, মাদক ও মদ সেবন করে, এমনকি নিথর দেহের পাশেই যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এরপর তারা রাতের খাবার খায় এবং সেই বেডরুমেই মৃতদেহের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ে। এই অমানবিক ঘটনা পুলিশের তদন্তে উঠে আসায় হতবাক সবাই।

মঙ্গলবার সকালে রোশনি নিজেই পুলিশে ফোন করে জানায় যে তার স্বামী শাহরুখ বাইরে থেকে দেওয়াল বেয়ে চতুর্থ তলায় উঠে এসে সাইনাকে হত্যা করেছে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং তদন্ত শুরু করে। তবে প্রাথমিক তদন্তেই রোশনির কথায় বেশ কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে। পুলিশ জানতে পারে যে শাহরুখ সম্প্রতি একটি দুর্ঘটনায় পায়ের অস্ত্রোপচার করিয়েছেন এবং তার পক্ষে চারতলা বেয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। এছাড়াও, ঘটনার ৩৬ ঘণ্টা পরও সিসিটিভি ফুটেজে শাহরুখের উপস্থিতি দেখা যায়নি, যা রোশনির দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ

Short Notice Inviting Quotation

Short Notice Inviting Quotation in sealed cover is hereby invited by the Executive Engineer, Rig Division, Agartala on behalf of Governor of Tripura from the recognized, resourceful and reputed manufacturers / authorized dealers/ distributers/ firms/co-operative societies etc for providing and installation of 1400VA capacity inverter along with 200AH tubular battery for the Office of the Chief Engineer, at Panio Jal O Swastha Bidhan Bhavan, Gurkhabasti. Agartala. The last date for submission of quotation is up to 5.00 pm on 21/07/2025 and will be opened on the same day, if possible. The details of SNIQ may be seen at the Departmental website i.e. https://dws.tripura.gov.in/ and can also be collected in person from the O/o the Executive Engineer, Rig Division, Agartala on or before 21/07/2025 on any working day during office hours.
ICA/C/1654/25

(Er. M.Roy)
Executive Engineer,
Rig Division, P.N. Complex, Agartala.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA, TRIPURA

Notice Inviting e-Tender

PNIeT-No. 02/EE/PD/AMC/2025-26 Dated.14.07.2025

The Executive Engineer, Planning Division, AMC on behalf of Hon'ble Mayor AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for following work:

1. DNIeT.No.02/ EE/PD/AMC/ 2025-26	Estimated Cost 14,59,603.00	Earnest Money 14,192.00	Completion 60(Sixty) days

Last time and date of submission of bid:- 22.07.2025 at 15.00 hrs.
1. Bid forms and details can be obtained from website https./ /tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
Planning Division
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA

Notice Inviting e-Tender

PNIe-T No:04/EE/DWS/AMC/2025-26 Dated : 10/07/2025

The Executive Engineer, PW DIV-DWS, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC Invites e-Tenders from enlisted Contractors/Firms/Agencies/Manufacturers/Bonafied-Suppliers/ Authorized -Dealers of Tripura PWD/TTAADC In Appropriate Class and from the Contractors reglistered in the Appropriate Class of MES, Railways, CPWD and other States PWD In PWD form-7 (Seven) for the work:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	Running MTC. of 15 nos Rain Water Drainage Pump houses during the year 2025-26/ Engagement of mechanise and over all MTC. of Drainage Schemes including other allied works under DWS Division AMC DNIeT No:09/EE/DWS/AMC/2025-26	Rs. 5,44,352.00	Rs. 10,887.00	365 Days	23/07/2025 14.00 Hrs /15.00 Hrs	23/07/2025 16:00 Hrs (If Possible)	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Clas
2	Reconstruction of SUMP at Master Para Flood/Drainage Pump House Under AMC Area DNIeT No:08/EE/DWS/AMC/2025-26	Rs. 22,86,328.00	Rs. 45,727.00	60 Days	Upto 15.00 Hrs on 30/05/2025	30/07/2025 16:00 Hrs (If Possible)		

Executive Engineer
DWS Division
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION,
Electrical Division,
AGARTALA, WEST TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation : Tripura on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites Online Percentage Rate e-Tender in TWO bid System from the Eligible Central & State Public Sector Undertaking/ Enterprise and Eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class of External Electrification Works Registered with TSECI/PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railways/Gov't Organization of other State & Central Having valid Electrical Contractor licesse Issued by the Government of Tripura for the following work:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
1	DNIeT-EE(Elect)/AMC/13/ 2025-26	1,47,48,831.00	2,94,976.00	60(Sixty) Days	Date : 04/08/2025 Time : 15:00 Hrs
2	DNIeT-EE(Elect)/AMC/13/ 2025-26	1,42,90,189.00	2,85,804.00	60(Sixty) Days	
3	DNIeT-EE(Elect)/AMC/13/ 2025-26	1,32,36,638.00	2,64,733.00	60(Sixty) Days	
4	DNIeT-EE(Elect)/AMC/13/ 2025-26	76,14,532.00	1,52,291.00	60(Sixty) Days	

For More Details Kindly Visit : https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC

Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division
Agartala Muncipal Corporation

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 10/EE/AGRI/N/2025-26

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders for the following works:-

Sl No	Name of Work	e-DNIT No.	Estimate Cost	Earnest Money (In Rs)
1	Mtc. of Sub Seed Store at Kanchanpur under Ambassa Agri Sub- 26 Division, Tripura Dhalai	14/EE/AGRI/ NORTH/2025-26	Rs. 7,47,086.00	Rs14,942.00
2	Mtc. of Sub Seed Store at Manikpur under Chawmanu Agri Sub- Division, Tripura Dhalai	15/EE/AGRI/ NORTH/2025-26	Rs. 4,88,136.00	Rs9,763.00
3	Mtc. of Mani Seed Store at Salema under Durga Chawmanu Agri Sub- Division, Tripura Dhalai	16/EE/AGRI/ NORTH/2025-26	Rs. 6,04,742.00	Rs12,095.00

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15:00 Hrs on 23/07/2025 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 23/07/2025 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in
ICA/C 1447/25

For & on behalf of the Governor of Tripura
[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer (North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-17/EE/DWS/JRN/2025-26, Dated- 14/07/2025.

The Executive Engineer, DWS Division Jirania, Ranirbazar, West District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online lump sum rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work :-

Sl. No.	DNIe-T No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	DNIe-T No: 114/CE/PWD(DWS)/2022-23	Rs 6,91,98,899.00	Rs 13,83,978.00	365 Days	₹. 10,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 14/07/2025.at 18.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-05/08/2025 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 05/08/2025 at 15.30 hours.
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.
For and on behalf of the Governor of Tripura"
ICA/C/1455/25

(Er. Samir Debbarma)
Executive Engineer
PWD (DWS) Division, Jirania Ranirbazar, West Tripura

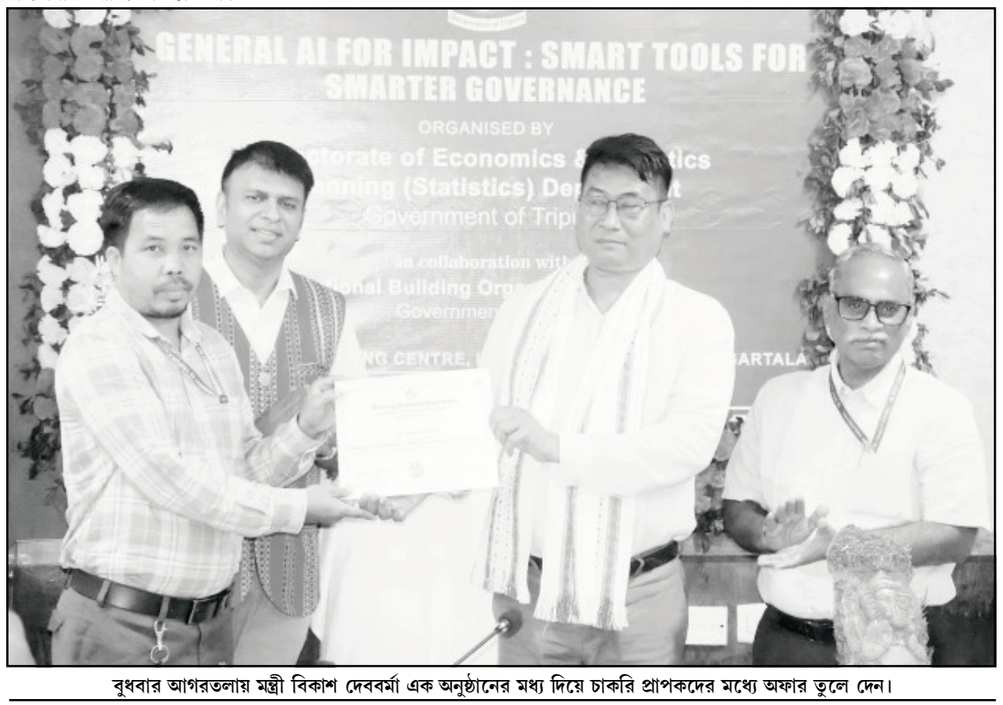

বুধবার আগরতলায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চাকরি প্রাপকদের মধ্যে অফার তুলে দেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

স্ট্রেস থেকে কী কী রোগ হয়?

পরামর্শে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের মনোরোগ বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ রঞ্জন ভট্টাচার্য ও অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান ও রিউম্যাটোলজিস্ট

বিজ্ঞান আমাদের জীবনে এনেছি গতি। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে কিছু দুর্গতিও। বেগ ও আবেগের মধ্যে বেগের দিকেই পাল্লা ভারী। তার জেরেই জীবনে এসেছে স্ট্রেস নামক মূর্তিমান সমস্যা। কর্মরত থেকে ঘর সংসার সামলানো ব্যক্তিস্ট্রেসের থাবা থেকে কেউ বাঁচেননি। শিশুদের উপর যেমন বাবা মায়ের চাপ, ভালো রেজাল্টের প্রত্যাশা, সব কিছুতে বিজয়ী হওয়ার জোর, ঠিক তেমন বাবা মায়ের উপর রয়েছে অফিসের চাপ, ঘর সংসার চালানোর জটিলতা।

স্ট্রেসের তিন ধাপ। প্রথমে আসে সচেতনতার পর্ব বা 'অ্যালার্ম স্টেজ'। এই পর্বে স্ট্রেস এলে অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ হয়। এর পরের ধাপ প্রতিরোধ পর্ব বা 'রেজিস্ট্যান্স স্টেজ'। এই পর্বে মানুষ দিনরাত স্ট্রেসকে সঙ্গে নিয়েই স্ট্রেসের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করে কাজ করে। এর পর আসে শ্রান্তির পর্ব বা 'এক্সজশন স্টেজ'। খুব গভীর স্ট্রেস দিনের পর দিন ধরে থাকলে শরীর একসময় শ্রান্ত হয় ও আর স্ট্রেস সইতে পারে না। একেই বলে এক্সজশন স্টেজ। মানসিক চাপ থেকে মনের রোগ প্রাণীর মস্তিষ্কের বেশ কিছু অঞ্চল মূলত অ্যামিগডালা ও হাইপোথ্যালামাস পিটুইটারি অঞ্চল স্ট্রেসের কারণে শুকিয়ে যায়। মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং গঠন পরিবর্তন করতে পারে। মস্তিষ্কের আয়তন ছোট হয়ে যায়। স্ট্রেস অ্যাড্রিনালিন গ্রন্থিতে সমস্যা তৈরি করে। লিম্ফ্যাটিক অঙ্গগুলিরও ক্ষতি হয়। আমরা নানা কাজে উদ্যম হারিয়ে ফেলি।

অতিরিক্ত মানসিক চাপ উদ্বেগজনিত সমস্যা তৈরি করে। নানা ধরনের অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, প্যানিক অ্যাটাক তৈরি হতে পারে। দিনের পর দিন স্ট্রেসে থাকলে মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটার ও হোয়াইট ম্যাটারের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ঘন ঘন অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণে মস্তিষ্কের নিউরোনগুলিও কিছুটা ধ্বংস হয়। ফলে মস্তিষ্কের আচরণগত কর্মক্ষমতা কমে। দীর্ঘমেয়াদি স্ট্রেসের কারণে কিছু ধরনের ডিপ্রেশন থাবা বসাতে পারে। ডিপ্রেশন নানা ধরনের হয়। তার নানা স্তর থাকে। খুব সংক্ষেপে বললে, স্ট্রেস থেকে আসা ডিপ্রেশনের জেরে থেকে অনিদ্রা, খিদে কমে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়। ব্যক্তিত্বের বদল ঘটিয়ে আর্লি ডিমেনশিয়াও ডেকে আনতে পারে মানসিক চাপ থেকে তৈরি ডিপ্রেশন! কারও ক্ষেত্রে আর্লি অ্যালঝাইমার্স দেখা দেয়। শুধু তাই-ই নয়, কিছু কিছুক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন রোগীকে আত্মহত্যার দিকেও ঠেলে দেয়।

কারও ক্ষেত্রে হঠাৎ কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনা থেকে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার আসতে পারে। মানসিক চাপ ও উদ্বেগ থেকেই এই সমস্যা আসে। তখন রোগী সেই ঘটনা বা দুর্ঘটনাকে সহজে ভুলতে পারেন না। এ থেকেও আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যায়।

হিপোক্যাম্পাস গ্রন্থি মস্তিষ্কের নতুন তাজা কোষ তৈরি করে। স্মৃতি, আবেগ এবং জ্ঞানের সঙ্গে এই গ্রন্থি যুক্ত। স্ট্রেস হিপোক্যাম্পাসের সকল কার্যকলাপকে দমন করে। তা মানুষের স্মৃতিশক্তির উপর প্রভাব ফেলে। ফলে জরুরি কাজ ভুলে যাওয়া, ছোট ছোট দরকারি তথ্য মনে রাখতে না পারার মতো সমস্যা দেখা দেয়। ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে স্ট্রেস তাকে আরও অমনোযোগী করে তোলে। পড়াশোনায় অনীহা দেখা দেয়।

কয়েক ধরনের শুচিবায়ুগ্রস্ততা বা ওসিডি-র সঙ্গেও স্ট্রেসের যোগ রয়েছে। মানসিক চাপ থেকে একা হতে হতে অনেকে ওসিডি-র শিকার হন। কোভিডের সময় অবসাদ উদ্বেগের সঙ্গে অ্যাকিউট পোস্ট ট্রমাটিক স্টেস ও ওসিডি-র বাড়বাড়ন্ত লক্ষ করা গিয়েছিল। এসবের নেপথ্যে স্ট্রেস অনেকটাই দায়ী। মানসিক চাপ থেকে শারীরিক রোগ মানসিক চাপ বা স্ট্রেসের ছাপ পড়ে শরীরের কলকব্জার উপরেও। সেরোটোনিন ট্রান্সপোর্টার, এফকেবিপি৫ ইত্যাদি কিছু জিন রয়েছে যা স্ট্রেসজনিত সমস্যায় মানুষকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। কিছু প্রচলিত অসুখকে ডেকে আনে। স্ট্রেস ও স্ট্রেস হরমোনগুলি (অ্যাড্রিনালিন, নন অ্যাড্রিনালিন, কর্টিসল) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেসব শারীরিক সমস্যা তৈরি করে, তার অন্যতম হার্ট ও কার্ডিওভাস্কুলার সমস্যা। প্রথমেই আসে উচ্চ রক্তচাপের কথা। এছাড়া স্ট্রোক, ইসকিমিক স্ট্রোক, হেমোর‍্যাজিক স্ট্রোকের ঝুঁকিও স্ট্রেসের কারণে বাড়ে।

ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রেও জিনগত কারণের সঙ্গে টেনশন, উদ্বেগ ও স্ট্রেস ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

স্ট্রেস থেকে নানা ধরনের ব্যথাবেদনা তৈরি হয়। কিছু জয়েন্ট পেইন আসলে স্ট্রেস থেকে হওয়া ফাইব্রোমায়েলজিক সিন্ড্রোম। আর্থাইটিসের মতো অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, 'আর পারছি না' মনোভাব, অধিক ক্লান্তি (ফ্যাটিগনেস) ধেয়ে আসে স্ট্রেসের হাত ধরেই।

মানসিক চাপ থেকে কিছু বাওয়েল সিন্ড্রোম দেখা যায়। বাঙালি মনে করে, তার গ্যাস হয়েছে। আসলে 'গ্যাস' বলে কোনও অসুখ নেই। এই অসুখ মূলত হাইপার অ্যাসিটিডি। অতিরিক্ত অ্যাসিড নির্গমন থেকেই পেটে ব্যথা, হজমের কষ্ট হয়। যার মূল কারণ স্ট্রেস।

স্ট্রেসের অন্যতম ফসল ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম কনস্টিপেশন (আইবিএস-সি) ও ইরিটেবল বাওয়েল ডায়ারিয়া (আইবিএস-ডি)। অর্থাৎ স্ট্রেসের কারণে কেউ কেউ কোষ্ঠকাঠিন্যের শিকার হন, কারও ক্ষেত্রে আবার ডায়ারিয়া দেখা দেয়। এই অসুখে পেটে ব্যথা হয়, পেট ভালো করে পরিষ্কার হয়নি বলে মনে হয়। এর চিকিৎসাও মূলত স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণের ওষুধ দিয়েই করা হয়।

কিছু কিছু চর্মরোগের সঙ্গেও স্ট্রেস ভীষণ সম্পর্কযুক্ত। ত্বকে চুলকানি ও র‍্যাশ হওয়ার পাশাপাশি, সোরিয়াসিস, লাইকেনপ্লেনাসের মতো অটো ইমিউন ডিজিজও স্ট্রেসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। স্ট্রেস বাড়লে এসব অসুখও বাড়ে। স্ট্রেস কম অবস্থায় রোগী ভালো থাকেন।

স্ট্রেস থেকে টেনশন হেডেক বা মাথাব্যথার সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। ব্রেন টিউমারের ব্যথার মতোই এই ব্যথা হয়। বহু রোগীর ক্ষেত্রে তাই একে নিউরোলজিক্যাল সমস্যা বলে ভুল করা হয় ও এমআরআই করেও রোগ ধরা পড়ে না।

যৌন জীবনের সঙ্গেও স্ট্রেস জড়িয়ে। মহিলাদের দ্রুত মেনোপজ হওয়া, যৌনসম্পর্ক স্থাপনে অনীহা, পুরুষদের যৌন জীবনেও নানা সমস্যা এই স্ট্রেসের হাত ধরে আসে। যে কোনও স্ট্রেস শরীরের ইমিউনো সিস্টেমে আঘাত হানে। তাই নানা সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কা বাড়ে।

আম দীর্ঘদিন সংরক্ষণে রাখবেন যেভাবে

চলছে আমের মৌসুম। এখন পাকা আমে ছেয়ে গেছে বাজার। রকমারি আমের ভিড়ে পছন্দের আম কিনতে পারা অনেকের কাছে দুশ্চিন্তার। কেউ কেউ আবার মৌসুম কাটিয়ে পরবর্তী সময়েও আম খেতে পছন্দ করেন।

কিন্তু সমস্যা বাধে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে। পছন্দের ফল মন চাইলেই যেন খাওয়া হয়, এ জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে থাকেন আম প্রেমীরা।

অনেক সময় সংরক্ষণের সঠিক উপায় জানা না থাকায় কিছুদিন পরই নষ্ট হয়ে যায় আম। এ পর্যায়ে মনে হয়, হয়তো দোকানদার ভালো আম দেননি।

তবে আপনি চাইলে সঠিক উপায়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারেন আম। ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম আম সংরক্ষণের উপায় নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাহলে সেসব উপায় জেনে নেয়া যাক এবার।

কাঁচা আম সংরক্ষণের উপায়:

আম কাঁচা হোক বা পাকা, সবসময় আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে সংরক্ষণের জায়গা। আম কাঁচা হলে, তাতে পাক না ধরলে রান্না ঘরেই রাখতে পারেন। রান্না ঘরে বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় রাখতে পারেন। আবার খবরের কাগজে মুড়িয়ে ফ্রিজেও রাখতে পারেন। এতে করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভালো থাকবে কাঁচা আম।

পাকা আম রাখার উপায়: একসঙ্গে ২-৩ কেজি আম কেনা হলে তা ফ্রিজেই সংরক্ষণে রাখতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কোনো এয়ারটাইট কৌটার প্রয়োজন নেই। ফ্রিজে সবজির ড্রয়ারে বা তাকে পাকা আম রেখে দিলেই হবে। এভাবে সপ্তাহখানেক পর্যন্ত ভালো রাখা যায় পাকা আম।

কাটা আম ফ্রিজে রাখার নিয়ম: অনেক সময় কিছুটা অংশ কেটে খাওয়ার পর কিংবা অনেকগুলো আম কেটে কিছুটা খাওয়ার পর বাকিটুকু থেকে যায়। এই বাকিটুকু সংরক্ষণ করতে চাইলে আমের ওপর কিছুটা লেবুর রস মাখিয়ে দিন।

এখন একটি এয়ারটাইট কৌটা বা জিপলক ব্যাগে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। পাকা আম কেটে ফ্রিজে রাখতে চাইলে এই একই উপায় অনুসরণ করতে পারেন। লেবুর রস অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার গতি হ্রাস করে। ফলে অল্পতেই পচন ধরে না আম।

আম দীর্ঘদিন সংরক্ষণের উপায়: কাঁচা ও পাকা আমের বোঁটা কাগজ দিয়ে প্রথমে ভালো করে মুড়িয়ে নিন। কাগজ আর্দতা শুষে নেয় এবং আমকে দীর্ঘদিন তাজা রাখে। এভাবে খবরের কাগজে ভালো করে মুড়ে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন।

এই নিয়মে আম সংরক্ষণ করলে আমের মৌসুম চলে গেলেও অন্য মৌসুমে পছন্দের ফলটি খেতে পারবেন।

ভুলেও এই পাঁচটি খাবার স্টিলের বাসনে রাখবেন না

একসময়, বাসনকোসন বলতে ছিল, মাটির হাঁড়ি, পিতলের থালা-বাটি। কিন্তু এখন সেই জায়গা নিয়ে নিয়েছে স্টিলের বাসন। রান্না হয়ে গিয়েছে। মনে হল পরে খাবেন। তাই গরম ভাত বা ডাল তুলে রাখলেন স্টিলের পাত্রে। কিংবা দই বা টকজাতীয় কিছু ভরে দিলেন স্টিলের কন্টেনারে। অনেকেই ভেবে নেন, স্টিল মানেই নিরাপদ। প্লাস্টিকের মতো ক্ষতিকারক নয়, কাঁচ বা সিরামিকের মতো ভাঙার ভয়ও নেই। কিন্তু জানেন কি, কিছু বিশেষ খাবার যদি স্টিলের পাত্রে বেশি ক্ষণ রাখা হয়, তা শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে?

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্টেনলেস স্টিল পাত্র দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য আদর্শ হলেও, সবসময় এর ব্যবহার চলে না। বিশেষ করে অম্লধর্মী বা লবণাক্ত খাবার দীর্ঘ সময় স্টিলের সংস্পর্শে থাকলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে পারে। এতে স্টিলের উপাদান (যেমন- নিকেল বা ক্রোমিয়াম) খাবারে মিশে যেতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। কোন কোন খাবার স্টিলের বাসনে রাখবেন না?

১. টকদই বা টক জাতীয় খাবার- টক দই, টমেটোর কোনও পদ বা তেঁতুলের তৈরি আচার স্টিলের পাত্রে রাখা অনুচিত। টক খবরে যে অ্যাসিড থাকে সেই অ্যাসিডের সঙ্গে ধাতুর বিক্রিয়া শুরু হয়। এতে স্টিলের কিছু উপাদান দইয়ের স্বাদ, গন্ধ এবং পুষ্টিগুণ নষ্ট করতে পারে। একই সঙ্গে দেহে ধাতব বিষক্রিয়ার আশঙ্কাও থেকে যায়।

২. লেবু জল বা ভিনিগারযুক্ত পদ- লেবুর রসও অত্যন্ত অম্লধর্মী। স্টিলের পাত্রে এটি রাখলে অ্যাসিডের সঙ্গে স্টিলের বিক্রিয়া ঘটতে পারে। ফলে খাবারের স্বাদ বদলে যেতে পারে। আবার ত্বক ও পাকস্থলীর সমস্যা দেখা দিতে পারে। একই ঘটনা ঘটে ভিনিগার বা টক চাটনি রাখলেও।

৩. অতিরিক্ত নোনতা খাবার বা আচার- আচার বানানো বা সংরক্ষণের সময় অনেকেই স্টিলের পাত্র ব্যবহার করেন। কিন্তু নুন, মশলা ও তেলের সংমিশ্রণে স্টিলের পাত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হতে পারে। আচার টক ও লবণাক্ত হওয়ায় পাত্রের ধাতু গলে গিয়ে খাবারে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

৪. ফারমেন্টেড বা গাঁজন হওয়া খাবার- ইডলি-ডোসার ব্যাটার কিংবা আঞ্চলিক গাঁজনজাত কোনও খাবার রাখতে অনেকেই স্টিলের পাত্র বেছে নেন। কিন্তু স্টিলের সঙ্গে ফারমেন্টেশনের সময়ে উৎপন্ন অ্যাসিড বিক্রিয়া করতে পারে। এর ফলে স্বাদ খারাপ হয়, সেই সঙ্গে হজমের গোলমালও দেখা যায়।

৫. রাতে রান্না করা ভাত বা ডাল- রাতে রান্না করে সকালে খাওয়ার জন্য অনেকেই স্টিলের পাত্রে খাবার রেখে দেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ খাবার রাখলে আর্দতা এবং তাপমাত্রার পার্থক্যে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত ছড়ায়। এতে স্টিলের গায়ে জং বা ছোপ পড়তে পারে, আর খাবারও দূষিত হতে পারে।

তাহলে কোন পাত্রে রাখবেন?

১. টক বা লবণাক্ত খাবার সংরক্ষণের জন্য কাঁচের জার বা সেরামিক পাত্র সবচেয়ে উপযুক্ত। ২. গরম খাবার ঠান্ডা করে তবেই স্টিলের পাত্রে রাখুন। ৩. দীর্ঘক্ষণ ফ্রিজে রাখার সময় এয়ারটাইট কাচ বা বিপিএ-মুক্ত প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করুন। সব মিলিয়ে স্টিলের বাসন যতই দামে সস্তা হোক না দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক হোক না কেন, সব ধরনের খাবারের জন্য একেবারেই নিরাপদ নয়। তাই অভ্যাস বদলান, বুঝে-বুঝে পাত্র বাছুন।

ঘর সাজান পুরনো জিনস কাপড় দিয়ে

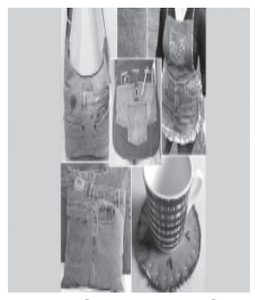

পুরনো জিনস কাপড় দিয়ে অভিনব উপায়ে ঘর সাজাতে পারেন! ৫ ভাবে ব্যবহার করুন পকেট সমেত গোটা ডেনিম। ব্যবহার্য হয়ে উঠুক আপনার প্রিয় পুরনো জিনসটি। জামাকাপড় বানানোর প্রথা আজকাল সেকেলে হয়ে গিয়েছে। তা হলে বরং অন্যান্য উপায়ে ঘর-গেরস্থালির কাজে লাগিয়ে নিন।

অনেক বছরের সঙ্গী প্রিয় জিনস প্যান্টটি। কিন্তু পরতেও পারেন না। একে তো গায়ে আঁটে না, তায় আবার রংচটা। তা হলে আলমারি ভর্তি করে না রেখে নতুনের জন্য জায়গা করে দিন। পুরনোকে কেবল নতুন করে ব্যবহার্য হয়ে উঠুক। আলমারিবন্দি হয়ে থাকলে জায়গা নষ্ট। ভাবছেন, পুরনো জিনস থেকে জামাকাপড় বানানোর প্রথা আজকাল সেকেলে হয়ে গিয়েছে! তা হলে বরং অন্য উপায়ে ঘর-গেরস্থালির কাজে লাগিয়ে নিন।

পুরনো জিনসের পুনর্ব্যবহার করবেন কী কী ভাবে?

ডেনিম টোট ব্যাগ: ঘরের পুরনো জিনস দিয়ে পোশাক বানাতে না চাইলে ফ্যাশনে অন্যভাবে ডেনিমকে যোগ করতে পারেন। ডেনিমের পকেট দুটোকে ব্যাগের সামনের পকেট হিসেবে সেলাই করে দিতে পারেন। টোট ব্যাগ তার মধ্যে অন্যতম। কেবল টোট ব্যাগ কেন, চাইলে পুরনো ডেনিম থেকে শপিং ব্যাগ, হ্যান্ডব্যাগ, ক্লাচ, ওয়ালেট, স্লিং ব্যাগ, ব্যাকপ্যাকও তৈরি করতে পারেন।

ডেনিম অ্যাপ্রন: আপনার রান্নাঘরের কাজের জন্য এই ডেনিম অ্যাপ্রন হতে পারে দুর্দান্ত সমাধান। ডেনিম খুব টেকসই কাপড়। রান্নাঘরের কাজের অত্যাচারে সহজে ফেটে বা ছিঁড়ে যাবে না।

ডেনিম পকেট দিয়ে খাপ: জিনসের পকেটগুলি বেশ টেকসই হয়। গোটা প্যান্ট যেমন ব্যবহার করবেন, তা হলে এই অংশটি ফেলে দেবেন কেন? ডেনিমের পকেটগুলি পুনর্ব্যবহার করে ঘর সাজানোর জিনিস বানানো যেতে পারে। যেমন, অর্গানাইজার, নোটবুকের কভারের মতো বিভিন্ন ধরনের জিনিস। এই ডেনিম পকেটগুলি যে কোনও জায়গায় রাখা যেতে পারে। হাতল লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে অথবা মোবাইল রাখার খাপ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। ডেনিমের কোস্টার: আপনার ঘরের টেবিলের উপর সাজানো থাকুক অভিনব কোস্টার। টেকসই, সুন্দর এবং নতুন ধরনের। এগুলি তৈরি করাও খুব সহজ। অনলাইনে ভিডিয়ো চালিয়ে শিখে নিতে পারেন কৌশল। ডেনিমের কুশন-কভার: ঘরের ভিতর হালফ্যাশনের ছোঁয়া যোগ করতে চান? পুরনো জিনসই আপনার সহায় হতে পারে। জিনস কুশন তৈরি করে নিন। যে কোনও কুশনের কভার বানিয়ে নিন জিনস দিয়ে।

দীপ্তিময় ত্বকের জন্য ৭টি প্রাকৃতিক রূপচর্চার টিপস

১. ক্লেনজার ও টোনার ব্যবহার করুন: -একটি ভালো ক্লেনজার ব্যবহার করলে মুখের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। আপনি আপনার ত্বকের ধরন অনুযায়ী ক্লেনজার বেছে নিতে পারেন। এমন একটি ক্লেনজার ব্যবহার করুন যা কোমল ও ত্বকের জন্য উপযুক্ত। ক্লেনজিংয়ের পরে টোনার ব্যবহার করুন যেন কোনো ধুলোবালি বা তেল ত্বকে না থাকে। প্রতিদিন ক্লেনজার ও টোনার ব্যবহার করা দীপ্তিময় ত্বক পাওয়ার একটি মৌলিক নিয়ম। প্রাকৃতিক লেবুর রস, শসা বা এলোভেরা ব্যবহার করুন। ২. রাতে মুখ ধুয়ে নিন: সারাদিনের মেকআপ, ধুলোবালি ও তেল মুখে জমে যায়। সেই ক্ষুদ্র কণাগুলো দূর করতে, রাতে ঘুমানোর আগে পানি দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করা অভ্যাসে পরিণত করুন। ৩. মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করুন: মেকআপসহ ঘুমাতে যাবেন না, এতে আপনার ত্বকের রন্ধ্রগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং ব্রণ দেখা দিতে পারে। সেই বিরক্তিকর ব্রণ এড়াতে, মুখ ধোয়ার আগে অবশ্যই মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করুন। ৪. ফলের রস পান করুন: সুস্থ ত্বক বজায় রাখতে ডায়েট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রচুর তরল পদার্থ, বিশেষ করে ফলের রস ও পানি পান করুন। ফলে থাকা বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে। ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফল বেশি করে খেতে হবে। ৫. স্টিম বাথ নিন: স্টিম ত্বকের বন্ধ ছিদ্রগুলো খুলে দেয়। এটি অতিরিক্ত তেল, ধুলো ও ময়লা দূর করে। স্টিম নেওয়ার পর তুলায় গোলাপজল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে। গোলাপজল ত্বকে সতেজতা ও ঠাণ্ডা অনুভূতি দেয়। স্টিম নেওয়ার সময় কিছু প্রাকৃতিক তেলও ব্যবহার করতে যেতে পারে। ৬. ফেস প্যাক ব্যবহার করুন: আপনার ত্বকের ধরন অনুযায়ী সন্ধ্যায় বা রাতে বিভিন্ন ফেস প্যাক ব্যবহার করুন যাতে ত্বক মসৃণ হয় ও প্রাকৃতিক ঔজ্জ্বল্য ফিরে পায়। ৩০ মিনিট পর মুখ ধুয়ে ফেলুন। চন্দন, উবটান, ফল, নিম ইত্যাদি ফেস প্যাক ব্যবহার করতে পারেন।

৭. পর্যাপ্ত পানি পান করুন: ত্বককে ঠিকভাবে হাইড্রেট রাখতে প্রচুর পানি পান করা প্রয়োজন। এতে ত্বকের টিস্যুগুলোর স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকে এবং ত্বক উজ্জ্বল দেখায়। উপরের টিপসগুলো অন্তত এক সপ্তাহ প্রতিদিন মেনে চলুন। আপনি অবশ্যই ত্বকের গঠন ও দীপ্তিতে পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

ত্বকের পরিচর্যায় হলুদের ৬ উপকারিতা

প্রাকৃতিক উপাদান হলুদ কীভাবে ত্বক উজ্জ্বল করে, প্রদাহ কমায় এবং স্কিনকেয়ার রুটিনকে আরও কার্যকর করে তোলে। ত্বক উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যকর রাখতে এখন অনেকেই ফিরছেন প্রাকৃতিক উপাদানের দিকে। তেমনই এক উপকারী উপাদান হচ্ছে হলুদ যা কেবল রান্নাঘরের মশলা নয়, বরং ত্বকচর্চার অমূল্য রত্নও।

ভারতের প্রখ্যাত বিউটি ও অ্যারোমাথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডা. ব্লসম কোচার জানিয়েছেন হলুদের ত্বকের উপকারিতার কথা এবং কিভাবে ঘরোয়া উপায়ে এটিকে রুটিনে ব্যবহার করা যায়।

কেন হলুদ ত্বকের জন্য উপকারী?

হলুদের প্রধান সক্রিয় উপাদান কারকিউমিন যা প্রাকৃতিক অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণে ভরপুর। এটি ত্বকের নানা সমস্যা দূর করতে কার্যকর। নিচে থাকছে হলুদের ৬টি প্রমাণিত উপকারিতা।

১. প্রদাহ কমায় হলুদের অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণ ত্বকের লালভাব ও ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করে। অ্যাকনে প্রদাহ কমায়, একজিমা ও সোরিয়াসিস এর উপসর্গ হ্রাস করে।

২. বয়সের ছাপ রোধ করে হলুদের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের কোষগুলোর ক্ষয় রোধ করে, ফলে বয়সজনিত রিঙ্কল, দাগ ও বিবর্ণতা কমে। ৩. ত্বক উজ্জ্বল করে প্রাকৃতিক স্কিন-ব্রাইটনার হিসেবে কাজ করে। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের টোন সমান হয়, পিগমেন্টেশন ও দাগ হালকা হয়।

৪. জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান থাকায় হলুদ ব্রণ সৃষ্টি রোধ করে ত্বকের ইনফেকশন প্রতিরোধে সহায়ক।

৫. ত্বকের তৈলাক্ত ভাব নিয়ন্ত্রণ করে হলুদ অতিরিক্ত তেল শোষণ করে ও সিবাম উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে যা ব্রণরোধে কার্যকর। ৬. ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় হলুদ কোলাজেন উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে, ফলে: ত্বক টানটান হয়, ঝুলে পড়া বা বলিরেখা কমে।

কিভাবে হলুদ ব্যবহার করবেন?

ডা. ব্লসম কোচারের কিছু সহজ ও কার্যকর ঘরোয়া উপায় দুধ ও হলুদের ক্লেনজার (সব ত্বকের জন্য): ঠান্ডা দুধে সামান্য হলুদ মিশিয়ে ক্লেনজার হিসেবে ব্যবহার করুন। ময়লা পরিষ্কার হবে, ত্বক হবে কোমল ও পরিষ্কার। ড্রাই স্কিন স্ক্রাব: ১ চা চামচ ওটমিল, ১ টেবিল চামচ দুধের সর, এক চিমটি হলুদমিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করুন। সপ্তাহে ২ বার ব্যবহার করুন।

উজ্জ্বল ত্বকের ফেস প্যাক: হলুদ, দুধের গুঁড়া, মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। মুখে লাগিয়ে শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকে আসবে প্রাকৃতিক দীপ্তি। ব্ল্যাকহেড ও ব্রণ দাগের জন্য: তাজা হলুদের গুঁড়ো ও সরিষার দানা দিয়ে তৈরি পেস্ট রাতে দাগের ওপর লাগিয়ে রাখুন। নিয়মিত ব্যবহারে ফল মিলবে।

ডিহাইড্রেটেড স্কিন ক্লেনজার: দুধের সর ও এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে মুখ পরিষ্কার করলে ত্বক ময়েশ্চারাইজড থাকে।

সতর্কতা-

প্যাচ টেস্ট: নতুন কিছু ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ত্বকে প্যাচ টেস্ট করুন।

দাগের ব্যাপারটি মনে রাখুন: হলুদ ত্বকে সাময়িক হলদেটে দাগ ফেলতে পারে। হালকা ক্লেনজার দিয়ে ধুয়ে ফেললেই পরিষ্কার হবে।

বুধবার আগরতলায় কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল রায় এক জনসংযোগ অভিযান চালান।

ভুবনেশ্বরে ১৭-১৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে "সুশাসন অনুশীলন" বিষয়ক জাতীয় সম্মেলন

ভুবনেশ্বর, ১৬ জুলাই: সুশাসনের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সংস্কার ও জনঅভিযোগ দপ্তর এবং ওড়িশা সরকারের যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৭ ও ১৮ জুলাই ভুবনেশ্বরে আয়োজিত হতে চলেছে দুই দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে "সুশাসনের অনুশীলন"।

এই জাতীয় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন ভারতের কর্মী, জনঅভিযোগ ও পেনশন দপ্তরের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং সদ্য নির্বাচিত ওড়িশা মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মজিহি। তারা সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে যৌথ ভাষণ প্রদান করবেন। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ডিএআরপিজি-এর সচিব ভি. শ্রীনিবাস এবং ওড়িশা সরকারের মুখ্যসচিব মনোজ আহুজা, যাঁরা উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন।

দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে, যার প্রতিটি অধিবেশনে সরকারি প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। এই অধিবেশনগুলির লক্ষ্য থাকবে প্রধানমন্ত্রীর এক্সেলেন্স পুরস্কারপ্রাপ্ত বিভিন্ন উদ্ভাবনী ও রূপান্তরমূলক উদ্যোগ তুলে ধরা এবং সেগুলির বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

প্রথম অধিবেশনের বিষয়বস্তু হল "প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কারপ্রাপ্ত উদ্যোগ ২০২৪ --- জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন"। এই অধিবেশনটির সভাপতিত্ব করবেন পুনীত যাদব, অতিরিক্ত সচিব, ডিএআরপিজি। দ্বিতীয় অধিবেশনে "আকাঙ্ক্ষিত ব্লক কর্মসূচি"-র ওপর আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে, যার সভাপতিত্ব করবেন ডিএআরপিজি-এর যুগ্মসচিব স্মৃতি সরিতা চৌহান।

এই সম্মেলনে মোট ২০ জনেরও বেশি বক্তা, যাঁরা বিভিন্ন জেলা ও রাজ্যে দায়িত্ব পালন করছেন এবং প্রধানমন্ত্রী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, তাঁদের নিজ নিজ প্রকল্প উপস্থাপন করবেন। তাঁরা ব্যাখ্যা করবেন কীভাবে বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁরা জেলার সার্বিক বিকাশ ঘটিয়েছেন, সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত করেছেন এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করেছেন।

সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত জেলা শাসক, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পদস্থ আধিকারিকরা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা। প্রায় ২০০-র বেশি প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বলে জানা গেছে।

এই জাতীয় সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোগুলির মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যেখানে সারা দেশের সুশাসনের উৎকৃষ্ট চর্চাগুলি একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। এতে একদিকে যেমন বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হবে, অন্যদিকে সেগুলির সম্ভাব্য পুনরাবৃত্তি বা বাস্তবায়ন অন্যান্য রাজ্য ও জেলাতেও করা যাবে।

এই সম্মেলনে ডিজিটাল গভার্ন্যান্স, জনসেবার মানোন্নয়ন, ভবিষ্যতের সরকারি পরিষেবা ও প্রশাসনিক উদ্ভাবনের মতো বিষয়গুলি ঘনিষ্ঠভাবে আলোচিত হবে। একইসঙ্গে, উপস্থিত আধিকারিকরা জনঅভিযোগ নিষ্পত্তির উন্নত পদ্ধতি, প্রযুক্তিনির্ভর স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, এবং সরকারি পরিষেবার কার্যকর পদ্ধতি নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন।

প্রশাসনিক সংস্কার ও জনঅভিযোগ দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই জাতীয় সম্মেলনটি দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে সুশাসনের উৎকৃষ্ট মানদণ্ড তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হবে। বিভিন্ন রাজ্যের জেলা শাসক ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রেক্ষাপট ভিত্তিক উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের রূপান্তরমূলক নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই সম্মেলন।

সম্মেলনকে সফল করতে ডিএআরপিজি ও ওড়িশা সরকার যৌথভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। আয়োজকরা আশাবাদী যে, এই ধরনের জাতীয় মঞ্চ ভবিষ্যতে ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করে তুলবে।

ক্যাবিনেটের বিশেষ অনুমোদন: নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পে ৭,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে এনএলসিআইএল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি এনএলসি ইন্ডিয়া লিমিটেড -কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ছাড় দিয়েছে। এই ছাড়ের ফলে নবরত্ন কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এনএলসিআইএল তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী সংস্থা, এনএলসি ইন্ডিয়া রিনিউএবলস লিমিটেড -এ ৭,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করতে পারবে, পূর্বানুমোদন ছাড়াই।

এই সিদ্ধান্তের ফলে এনএলসিআইএল ও এনআইআরএল যৌথ উদ্যোগ বা নিজস্ব প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারবে, যা বিদ্যমান বিনিয়োগ নীতিমালার অধীনে সম্ভব ছিল না। এছাড়া, সিপিএসই -এর ৩০ নিট সম্পদ সীমার শর্ত থেকেও এই বিনিয়োগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, যা তাদের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা বাড়াবে।

সরকারের এই অনুমোদন দেশের সিওপি ২৬-এ গৃহীত প্রতিশ্রুতি এবং 'পঞ্চামৃত' লক্ষ্য পূরণের পথ সুগম করবে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট অ-জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলা ভারত ২০৭০ সালের মধ্যে নেট জিরো নির্গমন অর্জনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বর্তমানে এনএলসিআইএল-এর ২ গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সাতটি নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প চালু বা বাণিজ্যিক উৎপাদনের মুখে রয়েছে, যেগুলি এই অনুমোদনের পর এনআইআরএল-এ হস্তান্তরিত হবে। এনআইআরএল-কে একটি 'ফ্ল্যাগশিপ' সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা দেশজুড়ে নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পে নিলামে অংশগ্রহণসহ নতুন উদ্যোগে কাজ করবে।

এই পদক্ষেপের ফলে নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে, জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে, কয়লার আমদানি কমবে এবং ২৪অ৭ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও নির্ভরযোগ্য হবে।

শুধু পরিবেশগত নয়, এই প্রকল্পগুলি নির্মাণ ও পরিচালনার পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য হারে সরাসরি ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। এই বিনিয়োগ দেশের সবুজ শক্তির পথচলাকে আরও মজবুত ভিত্তি দেবে।

ওড়িশা উত্তাল : সৌম্যশ্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিজেডি কর্মীদের লোক সেবা ভবন ঘেরাওয়ের চেষ্টা, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ল পুলিশ, আটক ১০০-র বেশি, মৃতার পরিবারের সাথে কথা বললেন রাহুল, সহায়তার আশ্বাস, ১৭ জুলাই ওড়িশা বনধের ডাক কংগ্রেসের

ভুবনেশ্বর, ১৬ জুলাই : ফকির মোহন কলেজের ২০ বছর বয়সী ছাত্রী সৌম্যশ্রী বিসির মৃত্যুকে ঘিরে ওড়িশায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। আজ বিজেডি(বিজু জনতা দল) কর্মীরা ওই ছাত্রীর মৃত্যুর প্রতিবাদে লোক সেবা ভবন ঘেরাওয়ের চেষ্টা করলে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের পক্ষ থেকে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয় এবং ১০০-রও বেশি বিজেডি কর্মী, যাঁদের মধ্যে বহু মহিলা কর্মীও রয়েছেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিকে, বালেশ্বরের ফকির মোহন অটোনোমাস কলেজের ছাত্রী সৌম্যশ্রী বিসির মর্মান্তিক মৃত্যুর প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আজ সৌম্যশ্রীর পিতার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। কংগ্রেস আগামীকাল ১৭ জুলাই রাজ্যজুড়ে বনধের ডাক দিয়েছে।

সৌম্যশ্রী বিসি গত ১২ জুলাই নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেন। এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন ও মানসিক হেনস্থার অভিযোগ দায়ের করার পরেও প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি। তাই, ওই কঠিন পদক্ষেপ নেন তিনি। গত ১৪ জুলাই এআইআইএমএস ভুবনেশ্বরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিজেডি কর্মী ও সমর্থকরা রাজ্য সরকারের ভূমিকার প্রতিবাদে লোক সেবা ভবন ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিলেন। আজ প্রতিবাদীরা ব্যারিকেড ভেঙে ভবনের দিকে এগোলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে এবং লাঠিচার্জও করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বিজেডি নেত্রী প্রতীতি রঞ্জন ঘড়েই ও ববি দাস গুরুতর জখম হন।

ওই ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে বিজেডি। হাই কোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত চাইছে ওড়িশার প্রধান বিরোধী দল। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মজিহি ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী সূর্যবংশী সুরজের পদত্যাগও দাবি করেছেন দলের নেতারা। কংগ্রেস, বামদল-সহ একাধিক বিরোধী দল সৌম্যশ্রীর মৃত্যুতেও দ্রুত বিচার ও ন্যায়বিচারের দাবিতে পৃথক কর্মসূচির ঘোষণা করেছে।

এদিন রাহুল গান্ধী শোকবার্তায় বলেন, ওড়িশার বালেশ্বরে যে সাহসী কন্যা ন্যায়ের জন্য লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারাল, তাঁর পিতার সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর কণ্ঠে অনুভব করেছি মেয়ের যন্ত্রণা, স্বপ্ন আর সংগ্রাম। তাঁকে আশ্বস্ত করেছি, কংগ্রেস দল ও আমি তাঁদের পাশে আছি। এই ঘটনা শুধু অমানবিক ও লজ্জাজনক নয়, সমাজের জন্য এক গভীর আঘাত। আমরা সর্বতোভাবে নিশ্চিত করব, ভুক্তভোগীর পরিবার সম্পূর্ণ ন্যায় পায়। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে রাহুল গান্ধী এক্স-এ লেখেন, এটি এক নিষ্ঠুর ও কলঙ্কজনক ঘটনা, যা গোটা সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/EE/KLSD/2025-26 dated 14/07/2025

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 28-07- 2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	... AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
	DNIT No. 23/EE/KLSD/ 2025-26.	Rs.10,02,203.00	Rs.20,044.00	30 Days	Up to 15.00 Hrs on 28-07-2025	At 16.00 Hrs 28-07-2025	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
	DNIT No. 24/EE/KLSD/ 2025-26.	Rs. 7,97,653.00	Rs. 15,953.00	90 Days				
	DNIT No. 25/EE/KLSD/ 2025-26.	Rs. 22,01,323.00	Rs. 44,026.00	90 Days				

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and for any enquiry, please contact by e-mail to eeklspwd@yahoo.in
ICA/C/1461/25

(Er.P.C Das)
Executive Engineer
Kailashahar Division, PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti District, Tripura
At 16.00 Hrs 28-07-2025

রাশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা ভারত, চীন ও

● প্রথম পাতার পর

বরং রাশিয়ার বাণিজ্যিক অংশীদাররাও পশ্চিমা চাপের মুখে পড়ছে। এখন আন্তর্জাতিক মহলে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো ভারত, চীন ও ব্রাজিল কীভাবে এই চাপে সাড়া দেবে এবং তারা পুতিনের সঙ্গে শান্তির জন্য সরাসরি যোগাযোগে আগ্রহী হবে কিনা।

অটো থেকে ১০

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে সঙ্গে নাকা চেকিংয়ের দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসার এই ঘটনার খবর পাঠায় মুঙ্গিয়াকামি থানার ও.সি সহ তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ অধিকারীকের নিকট। খবর পেয়ে মহকুমা প্রসাশনের একজন মেজিস্ট্রেট সহ মহকুমা পুলিশ পান্নালাল সেন ও মুঙ্গিয়াকামি থানার ও.সি'র উপস্থিতি'তে আটককৃত গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে চালকের সিটের নিচে থাকা গোপন চেম্বার থেকে এক লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেটের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। সেই সঙ্গে আটক করা হয়েছে গাড়ির চালক বিকাশ দেব সহ গাড়িতে থাকা তার এক সহযোগী সুমন মজুমদার'কে।

আরও জানা গিয়েছে, আটককৃত ইয়াবা ট্যাবলেট গুলির বাজার মূল্য প্রায় দশ কোটি টাকা হবে বলে জানান তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ অধিকারী পান্নালাল সেন।

স্মার্ট মিটার ঃ গন্ডাছড়ায় বিদ্যুৎ

● প্রথম পাতার পর

বুঝে অফিসের পেছনের দরজা দিয়ে কর্মরত কয়েকজন অফিসার পলায়ন করে বলে অভিযোগ। যদিও পুলিশ এবং সআপিএফ জওয়ানরা এসে উত্তেজনা পূর্ণ পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়।

এরপরই আন্দোলকারীরা বিদ্যুৎ অফিসের বারান্দায় অবস্থানে বসে পড়েন। প্রায় একঘন্টা অবস্থান চলার পর জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের নিকট নিজেদের দাবিপত্র তুলে দিয়ে বিদ্যুৎ অফিস ত্যাগ করেন কংগ্রেস দলের আন্দোলকারীরা। আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিশদে জানান ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার। তাছাড়াও বুধবারের ওই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রঞ্জিত ত্রিপুরা, হরিজয় ত্রিপুরা, বাদল সরকার এবং এক মহিলা নেত্রী।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার একদিনের অসম সফরে আসেন। সফরের মূল লক্ষ্য ছিল, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক রোডম্যাপ তৈরি করা, সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং বর্তমান সরকারকে দুর্নীতির অভিযোগে কড়া আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, প্রথম বৈঠক হয় গুয়াহাটি বিমানবন্দরের নিকট একটি হোটেলে এবং দ্বিতীয় বৈঠক হয় ছয়গাঁওয়ে। অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা সাংসদ গৌরব গগৈ জানান, এই বৈঠকগুলো ঘরোয়া হলেও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাহুল গান্ধীর মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু হলেও কংগ্রেসের দাবি, এবারের লড়াই দুর্নীতির বিরুদ্ধে। জনগণ জেগে উঠেছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর রক্ষা পাবেন না।

রাহুল গান্ধীর এই সফর এবং বক্তব্যে স্পষ্ট, কংগ্রেস এবার অসমে দুর্নীতিকে মূল ইস্যু করে জনমত গড়ে তুলতে চাইছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যে রাহুলের মন্তব্য তুলে ধরে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন, তা রাহুলের বক্তব্যকে আরও বেশি আলোচনার কেন্দ্রে এনেছে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সংঘর্ষ যে আরও তীব্র হবে, সে-বিষয়ে নিশ্চিত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল।

বাংলাদেশীর নামে

● প্রথম পাতার পর

সরব হবেন, প্রশ্ন তুলেছেন প্রদ্যুৎ।

তিনি আরো বলেন, একজন অ-তফসিলি উপজাতি ব্যক্তিকে কীভাবে এডিসি-এর আওতাধীন ষষ্ঠ তফসিলি এলাকায় জমি বরাদ্দ বা কেনার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে? এই বাংলাদেশী ব্যক্তি এবং তার পরিবার নথিপত্র সংগ্রহ করে তারপর বাতাসে উধাও হয়ে যান। সেই জমির কাগজপত্র দিয়ে, তিনি এবং তার পরিবার ত্রিপুরা, উত্তর-পূর্ব বা দেশের অন্য যেকোনো অংশে সহজেই পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, আধার এবং ভোটার আইডি পেতে পারতেন। এই বিষয়ে ইসিআই কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেই প্রশ্ন তুলেছেন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন।

যদি এধরনের আরো ঘটনা ঘটে থাকে, অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের কোনায় কানায় এ ধরনের আরো জমিতে বাংলাদেশী নাগরিকদের মালিকানা থাকে তাহলে এই অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুটি বন্ধ করা অসম্ভব বলা যেতে পারে। কেননা, এই জমির মালিকানাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশী নাগরিকরা অনায়াসেই ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারবেন। ফলে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা যেমন বিঘ্নিত হবে তেমন সার্বিক সকল বিষয়ের উপরেই এর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে তার বলার অপেক্ষায় রাখে না। একজন বাংলাদেশী নাগরিকের নামে ত্রিপুরার উদয়পুরের মত জায়গায় জমির মালিকানা থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিদ্যুৎ বিল জালিয়াতি

● প্রথম পাতার পর

মানুষ বিদ্যুৎ নিগম এবং স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ তুলেছেন। এই প্রেক্ষিতে তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, গতকাল রাতে গঠিত এই টাস্কফোর্সে রয়েছেন চারজন আধিকারিক শিশির দেববর্মা (ডিজিএম), রাজীব কুমার রায় (ডিজিএম), সঞ্জীব নন্দী মজুমদার (সিনিয়র ম্যানেজার) এবং জহর দেববর্মা (সিনিয়র ম্যানেজার)। গ্রাহকদের সুবিধার্থে চালু করা হয়েছে দুটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৬০৩৩১৩১৯৬৬ এবং ৬৯০৯৯৮১২৭৪, যেখানে শুধুমাত্র স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত অভিযোগ পাঠানো যাবে। অন্য ইস্যু গ্রহণ করা হবে না। তিনি জানান, কয়েকদিন আগে খোয়াই জেলার লালছড়া এলাকার বাসিন্দা অশোক কান্তি দাস রায় অভিযোগ করেন যে, স্মার্ট মিটার বসানোর পর তিনি ৮২ হাজার টাকার বিদ্যুৎ বিল পেয়েছেন, যা প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে হয়েছে বলে দাবি করেছিলেন।

মন্ত্রীর নির্দেশে পরদিনই তদন্তে নামে বিদ্যুৎ নিগম এবং দেখা যায়, গত ২৫ জুন স্মার্ট মিটার বসানো হলেও তাঁর পুরনো মিটারও চালু ছিল। তদন্তে জানা যায়, এক জন মিটার রিডারের সহায়তায় ওই গ্রাহক দীর্ঘ বছর ধরে ভুয়ো তথ্য জমা দিচ্ছিলেন। স্মার্ট মিটার বসানোর পর প্রকৃত বকেয়া হিসেব করে বিল আসে ৮২,০০০ টাকা। মন্ত্রী বলেন এই ঘটনায় পরিষ্কার হয়েছে, কতিপয় মিটার রিডার ও কিছু অসাধু গ্রাহক মিলেমিশে রাজস্ব ক্ষতির ষড়যন্ত্র করছিলেন। তাই, যেই সংস্থা মিটার রিডিংয়ের দায়িত্বে ছিল মেসার্স টিডিএস ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড। তাদের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গ ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগে শোকজ নোটিশ জারি করা হয়েছে।

এ ঘটনায় জড়িত মিটার রিডার এবং গ্রাহক উভয়ের বিরুদ্ধেই করা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী। এই ঘটনার ভিত্তিতে রাজ্যের অন্যত্রও এমন প্রতারণা ঘটে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন মন্ত্রী। সেই কারণেই রাজ্যজুড়ে স্মার্ট মিটার বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হচ্ছে। মন্ত্রী কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যারা দোষী, তাদের কেউই রেহাই পাবে না। প্রয়োজনে দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আরজিএম হাসপাতালে সদ্যোজাতের মৃত্যু ধামাচাপার

● প্রথম পাতার পর

বন্ধ করে ঘুমিয়ে ছিলেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে জিডিএ কর্মী কাকলি মালাকারকে পরিবারের পক্ষ থেকে ডাক দিলে তিনি আসেন এবং নিজ উদ্যোগে প্রসব করান। অতিরিক্ত বল প্রয়োগে সকাল পাঁচটায় শিশুটি জন্ম নিলেও, সে ছিল নিথর।তৎসময়ে একজন কর্তব্যরত ডাক্তার দৈপায়ন পালকে ডাকলে তিনি শিশু ও তার মা কে দেখে শিশুটিকে দ্রুত যে কোনো বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

কিন্তু কৈলাসহর একটি বেসরকারী হাসপাতালের আইসিইউতে নিয়ে গেলেও শিশুটির প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এই ঘটনার পরেও আরজাএম মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দায় স্বীকার না করে বৈঠক করে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে তৎপর হয়। চিকিৎসক বলেন, তাঁকে কেউ ফোন করেনি, নার্স বলেন কিছু জানতেন নাযেন দায়িত্ববোধের মৃত্যুই এখানে চূড়ান্ত বাস্তবতা। শিশুর মা বুল্টি দেবনাথ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

বাংলা ভাষাভাষীদের

● প্রথম পাতার পর

এই তালিকা সংশোধনের মাধ্যমে রাজ্যের গরিব, প্রান্তিক ও বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি বলেন, তালিকায় যদি কারও নাম না থাকে, তাহলে জেলে পাঠানো হবে। ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় প্রয়োজনে কাজ ছেড়ে দিন, কিন্তু নিজের নাম নথিভুক্ত করুন। এটা অস্তিত্বের প্রশ্ন।

তিনি আরও বলেন, তারা বলছে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা দেখা হবে। এত বছর কেটে গেছে, কত মানুষ মারা গেছেন, কত শিশু জন্মেছে। এটা কি আদৌ বাস্তবসম্মত? তাঁর অভিযোগ, এটি মূলত নাগরিক পঞ্জি বা এনআরসি কার্যকর করার এক 'পেছনের দরজা'।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো বাংলা ভাষাভাষী অভিবাসীদের "রোহিঙ্গা" বলে আখ্যা দিচ্ছে এবং বেআইনিভাবে আটক করে নির্যাতন করছে। "রোহিঙ্গারা মায়ানমারে থাকে। এখানে নয়। বিজেপি কী ভাবছে? বাঙালিদের অপমান করবে? তারা বাঙালিদের আটক শিবিরে পাঠাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের অংশ নয়?"প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি জানান, ২২ লক্ষ গরিব শ্রমিক, যারা বাংলা ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে অন্য রাজ্যে গিয়েছেন, আজ তারা সেখানেই বিপন্ন। ওডিশায় বাঙালি শ্রমিকদের আটক করা হচ্ছে, দিল্লিতে উচ্ছেদ অভিযান চলছে, আসামে এক কৃষককে বিদেশি ট্রাইব্যুনাল থেকে নোটিস পাঠানো হয়েছেসবই প্রমাণ করে যে একটি পরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের নিশানা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, "আমি ওই সমস্ত অভিবাসীদের বলব, ফিরে আসুন বাংলায়। এখানে আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব। বিজেপির শাসিত রাজ্যগুলো আপনাদের জেলে পাঠাচ্ছে। আমরা তা হতে দেব না।

তৃণমূলের বাঙালি পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, বাঙালিয়ানা আজ শুধু ভোটের আগে মনে পড়ে। হাজার হাজার বাঙালি চাকরি প্রার্থী আজ রাস্তায়। তাঁদের চাকরি কেড়ে নিয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকার। তখন মুখ্যমন্ত্রীর মনে পড়ে না বাঙালিদের কথা।

তিনি আরও বলেন, আপনার সরকার বাঙালিদের অধিকার রক্ষা করছে না, বরং আপনার দলীয় স্বার্থে, ভোটব্যাংক বাঁচাতে বাংলা ভাষা ও জাতিসত্তাকে ব্যবহার করছে। আপনি যদি সত্যিই বাঙালিদের জন্য লড়তে চান, তাহলে আগে রাজ্যে কর্মসংস্থান তৈরি করুন, দুর্নীতি বন্ধ করুন।

তৃণমূল সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই পদযাত্রা শুধু প্রতিবাদ নয়, ২০২৬ সালের নির্বাচনের প্রচার কৌশলের সূচনা। বিজেপিকে 'বহিরাগত' ও বাঙালি স্বার্থবিরোধী হিসেবে তুলে ধরেই ভোটের ময়দানে নামতে চাইছে তৃণমূল। শাসক দলের মতে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ, বেআইনি আটক ও ভাষাগত বৈষম্যসব মিলিয়ে এটি পরিচয়, অধিকার ও আত্মমর্যাদার লড়াই। তৃণমূল কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতা বলেন, বিজেপি সরকার শুধু বাঙালিদের নয়, ভারতের ফেডারেল কাঠামোকেই আঘাত করছে। এবার আমাদের লড়াই শুধু ভোট জেতার নয়, বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার।

বিধানসভা ভোট যত এগোচ্ছে, রাজ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণ স্পষ্ট হচ্ছে। একদিকে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস 'বাঙালি পরিচয়' ও আঞ্চলিক আত্মমর্যাদাকে সামনে রেখে বিজেপির 'বহিরাগত' নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রূপরেখা তৈরি করছে। অন্যদিকে বিজেপি শাসন ও দুর্নীতির ইস্যুতে তৃণমূলকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে। এই রাজনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রে এখন ভোটার তালিকা, যা আগামিদিনে আরও বড় রাজনৈতিক বিতর্কের রূপ নিতে পারে।

উদ্ভাবনী চিন্তাধারায়

● প্রথম পাতার পর

অন্যান্য অতিথিগণ অনুষ্ঠানে প্রতীকী হিসাবে কয়েকজনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়নের উদাহরণস্বরূপ ত্রিপুরা রাজ্যের নাম উল্লেখ করে থাকেন। একজন রাজ্যবাসী হিসাবে এই ধরনের সম্মান খুবই গর্বের। আর তা সম্ভব হয়েছে এই রাজ্যের সকল স্তরের মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার নিজের প্রয়োজনেই নিয়োগ করে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে যেকোনও দপ্তরে নিয়োগ প্রাপকদের প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে উদ্ভাবনী চিন্তাধারায় দেশ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। নিজস্ব ভাবমূর্তিকে বিবেকের কাছে স্বচ্ছ রেখে কাজ করাই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাথাপিছু আয়ের দিক দিয়ে বর্তমানে রাজ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সিকিমের পরে, জি.এস.ডি.পি.-তে আসামের পরে ত্রিপুরা রাজ্যের স্থান। চলতি অর্থবছরে বাজেট গত বছরের থেকে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাজ্যে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতার মধ্য দিয়ে কাজ হয় বলেই বাজেট বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে কাজ করছেন। সাধারণ মানুষের উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নের বিষয়েও সময় সময় পর্যালোচনা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, রাজ্যে ২৭ জুন পর্যন্ত ডাই-ইন-হারনেস সহ মোট ১৯,৪৮৪ জনকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছে। গত ১ জুলাই ৭৪ জনকে ডাই-ইন-হারনেসে এবং আজ ১৮৪ জনকে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগপত্র দেওয়ার ফলে এখন পর্যন্ত মোট ১৯,৭৪২ জনকে সরকারি চাকরিতে সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এন.আই.টি.-তে ৯৮২টি, পলিটেকনিকে ৯৯০টি, টেকনো কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ১০৯৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আসন রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগরতলা ওয়েস্টার্ন ও ইস্টার্ন বাইপাস, রাধানগর থেকে আই.জি.এম. চৌমুহনি পর্যন্ত উড়ালপুল, মোটরস্ট্যান্ডে মাল্টিস্টোরেড পার্কিং ব্যবস্থা, উদয়পুরে উড়ালপুল চালু হলে এই রাজ্যের যোগাযোগ পরিকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন আসবে। উদয়পুরের বনদুয়ারে নির্মীয়মান ৫১ শক্তিপীঠ আগামীদিনে ভারতবর্ষের পর্যটনস্থলগুলির মধ্যে এক বিশেষ স্থান অর্জন করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। এছাড়াও পি.এম. ডিভাইন প্রকল্পে ২০২ কোটি টাকা ব্যয়ে ডেন্টাল কলেজ, আগরতলার এ.জি.এম.সি. ও জি.বি.পি. হাসপাতালে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগ, বিশ্রামগঞ্জে নেশামুক্তি কেন্দ্র স্থাপন সহ অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয় মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার ভিত্তিতে চাকরি প্রদান করছে। দক্ষতাকে ভিত্তি করে গুণগত মান সম্পন্ন কর্মচারি নিয়োগ করাকেই এই সরকার সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। তিনি বলেন, গত ৭ বছরে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মৌলিক পরিকাঠামোগুলির সর্বাঙ্গীণ বিকাশে কাজ করছে এই সরকার। বক্তব্য রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, এবারের বাজেটে শুধুমাত্র রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে ৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই সরকার দক্ষতা, স্বচ্ছতা, যোগ্যতা এবং নিরপেক্ষতাকে বিচার করে চাকরি প্রদান করছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী সহ রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারগণ।

বাংলাদেশি দম্পতি ২৫ বছর ধরে রায়পুরে বসবাসের পর অবৈধভাবে ভারত ছাড়ার সময় আটক

রায়পুর, ১৬ জুলাই : ভারতে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে অবৈধভাবে বসবাস করে আসা এক বাংলাদেশি দম্পতিকে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার সময় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আটক করেছে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী। ধৃতরা ছত্তিশগড়ের রায়পুরে বসবাস করছিলেন এবং তাদের কাছে একাধিক ভারতীয় সরকারি পরিচয়পত্র, যেমন আধার কার্ড, ভোটার আইডি, প্যান কার্ড ও ভারতীয় পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। দম্পতির বিরুদ্ধে কীভাবে তারা এই নথিপত্র সংগ্রহ করেছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

বিএসএফ-এর উত্তরবঙ্গ সীমান্তের মুখপাত্র জানান, ১৫ জুলাই ২০২৫, দুপুর আনুমানিক ১টা ৪৫ মিনিটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চাঁকগোপাল গ্রামে বিএসএফ জওয়ানরা একটি অরক্ষিত এলাকা দিয়ে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন এক মহিলাকে সন্দেহজনকভাবে লক্ষ্য করেন। তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁর পরিচয় প্রকাশ পায়। ধৃত নারীর নাম জয়নব (৫০)। তিনি স্বীকার করেন যে, ১৯৯০ সালে তিনি ও তাঁর স্বামী শেখ ইমরান অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেন এবং এরপর থেকে রায়পুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছিলেন।

পরবর্তীতে বিএসএফ-এর আরও অনুসন্ধানে জানা যায়, শেখ ইমরান ইতিমধ্যে হিলি চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। তবে স্ত্রীর আটকের খবর পেয়ে তিনি পুনরায় বিএসএফ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বিএসএফ-এর তরফে জানানো হয়, দম্পতির পরিকল্পনা ছিল স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া, কারণ সম্প্রতি রায়পুর পুলিশ অবৈধ অভিবাসী শনাক্তকরণের জন্য বিশেষ অভিযান শুরু করেছে এবং তাতে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

দম্পতির কাছ থেকে বিএসএফ আধার কার্ড, ভোটার আইডি কার্ড, ভারতীয় পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট , মোবাইল ফোনসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করেছে, যেগুলির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই সমস্ত নথি তাঁরা কীভাবে সংগ্রহ করেছেন, তাতে জালিয়াতির কোনও চক্র জড়িত কি না, সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

বিএসএফ সূত্রে আরও জানা গেছে, এই ধরনের জাল নথির মাধ্যমে অবৈধভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। ভারত সরকার এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উত্তর প্রদেশসহ একাধিক রাজ্যে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের চিহ্নিত করে আটক করার জন্য অভিযান শুরু হয়েছে। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় হোটেল, কলোনি, নির্মাণাধীন ভবন এবং মজদুর বস্তিকে অস্থায়ী ডিটেনশন সেন্টারে রূপান্তর করে রাখা হচ্ছে।

রায়পুর পুলিশও এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসীদের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অনেক অভিবাসী আতঙ্কিত হয়ে ভারত ত্যাগ করার পরিকল্পনা করছে বলে ধারণা প্রশাসনের।

দক্ষিণ দিনাজপুরে আটক হওয়া এই বাংলাদেশি দম্পতির ঘটনা অবৈধ অভিবাসনের একটি বড় উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে দেশের নিরাপত্তা এবং নাগরিকত্ব আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, তদন্তের পর পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও, দম্পতির মাধ্যমে অবৈধ অভিবাসন ও নথিপত্র জালিয়াতির পিছনে থাকা বৃহত্তর চক্রকেও খুঁজে বের করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

এ ঘটনায় আবারও স্পষ্ট হয়েছে যে, ভারত সরকার অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে এবং জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় কোনও ধরনের শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মেয়াদোত্তীর্ণ খবর বিক্রির অভিযোগে বিশালগড় স্মার্ট পয়েন্টে এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৬ জুলাই: বিশালগড় মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় স্মার্ট পয়েন্টে এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট হানা দেয় বুধবার দুপুরে। বেশ কিছুদিন পূর্বে এই স্মার্ট পয়েন্টে মেয়াদোত্তীর্ণ বাজে খাবার বিক্রি করা হয়েছিল। সে অভিযোগ মূলে এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা দোকানে হানা দিয়ে সমস্ত কিছু তদন্ত করেন।

এদিন এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কালেক্টেড এন্ড ম্যাজিস্ট্রেট বিশালগড় প্রসেনজিৎ দাস সহ ডিসিএম বিশ্রামগঞ্জ সৌম্যদীপ দেবনাথ সহ বিশালগড় থানা পুলিশ প্রশাসন।

এদিনে স্মার্ট পয়েন্টের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা জানিয়েছেন তারা অদূর ভবিষ্যতে কাস্টমারের সাথে এরকম ব্যবহার করবেন না। যে সমস্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিস রয়েছে তারা দ্রুত সেগুলি কোম্পানিতে ফেরত পাঠিয়েছেন। কাস্টমার যেন সন্তুষ্ট হয় সে বিষয়ে তারা নজর রাখবে বলে এদিনে এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের আশ্বস্ত করেন।

নেশা কারবারে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে শ্রীনগর থানায় ডেপুটেশন যুব মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: সূর্যমনিনগর বিধানসভা এলাকায় নেশা কারবারে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে শ্রীনগর থানায় ডেপুটেশন প্রদান করেছে যুব মোর্চা।

১৮ সূর্যমনি নগর যুব মোর্চার উদ্যোগ আজ শ্রীনগর থানায় ডেপুটেশন দেন যুব মোর্চার সভাপতি সায়ন দাস সহ অন্যান্য যুব মোর্চা কর্মীরা। নেশা বিরোধী ও এলাকায় নেশা বন্ধ করার জন্য প্রতিনিয়ত প্রশাসনের তরফ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। যারা এই নেশা বাণিজ্যের সাথে যুক্ত এবং বিক্রি করছেন তাদেরকে বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি রাখেন।

পুলিশ অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে যুব মোর্চা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলে দিন স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়।

ভারতের রন্ধন ঐতিহ্য রক্ষায় নতুন দিশা পিএইচডিসিসিআই-এর উদ্যোগে জাতীয় ইয়ং শেফ প্রতিযোগিতা সূচিত

নতুন দিল্লি, ১৬ জুলাই : ভারতের ঐতিহ্যবাহী রন্ধনশৈলীকে আধুনিক প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে পিএইচডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ভারতের পর্যটন মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হল 'ন্যাশনাল ইয়ং শেফ কম্পিটিশন'। ১৬ জুলাই, নতুন দিল্লির পিএইচডি হাউসে এক জাঁকজমকপূর্ণ কার্টেন রেইজার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার শুভারম্ভ হয়। প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হল দেশজুড়ে চূড়ান্ত বর্ষের হসপিটালিটি শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে প্রতিভাবান শেফদের খুঁজে বের করে তাঁদের প্রশিক্ষণ ও প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সুমন বিল্লা (আইএএস), অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, পর্যটন মন্ত্রক। তিনি বলেন, ভারতের রন্ধন ঐতিহ্য শুধুমাত্র স্বাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি আমাদের সাংস্কৃতিক স্মৃতির একটি বহমান ধারা, যেখানে অঞ্চলভিত্তিক উপাদান, ঋতু অনুসারে প্রস্তুতির কৌশল ও পরিবারিক ঐতিহ্য মিলেমিশে এক অনন্য স্বরূপ ধারণ করেছে। তিনি তরুণ শেফদের প্রতি আহ্বান জানান, তাঁরা যেন ঐতিহ্যকে রক্ষা করে বিশ্ব দরবারে ভারতীয় রন্ধনশৈলীর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে তাকে আধুনিক রূপ দেন।

"ভারতীয় রন্ধনসম্পর্কীয় ঐতিহ্য উদযাপন: উদ্ভাবনের সাথে ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ" শীর্ষক এই প্রতিযোগিতাটি চারটি অঞ্চলে ভাগ করে আয়োজিত হবেউত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ। প্রতিটি অঞ্চলের বাছাইপর্ব শেষে চূড়ান্ত পর্বটি জানুয়ারি ২০২৬-এ দিল্লির আইএইচএম পুসায় অনুষ্ঠিত হবে। অঞ্চলভিত্তিক প্রতিযোগিতার স্থান ও তারিখগুলি হল: উত্তরাঞ্চল (৬ আগস্ট ২০২৫, এআইএইচএম চণ্ডীগড়), পূর্বাঞ্চল (১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, আইএইচএম কলকাতা), পশ্চিমাঞ্চল (নভেম্বর ২০২৫, আইএইচএম মুম্বই), ও দক্ষিণাঞ্চল (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, আইএইচএম কোভালাম)। প্রতিটি অঞ্চলের নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এই উদ্যোগের একটি বিশেষ দিক হল অঞ্চলভিত্তিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্যারিয়ার সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন। এর মাধ্যমে হসপিটালিটি শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ জাগানো এবং রন্ধনশিল্পে পেশাগত ভবিষ্যৎ গঠনের পথ দেখানো হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পিএইচডিসিসিআই-এর ট্যুরিজম কমিটির কো-চেয়ার রাজন সেহগাল বলেন, "এই প্রতিযোগিতা শুধু একটি ইভেন্ট নয়, বরং এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন যা রন্ধনশিল্প, শিক্ষা ও তরুণ সমাজকে একত্রিত করে।" আইএফসিএ-র সভাপতি ড. শেফ মঞ্জিত গিল বলেন, "এনওয়াইসিসি এক সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের ডাক। এটি আমাদের রন্ধন ঐতিহ্যকে নতুনভাবে চেনার ও চেনানোর সুযোগ।" উপস্থিত ছিলেন আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, যেমন শেফ সুধীর সিবল, শেফ অনিল গ্রোভার, টিএইচএসসি-এর সিইও রাজন বাহাদুর, আইএইচএম পুসার অধ্যক্ষ প্রফেসর কমল কান্ত পন্থ, লে মেরিডিয়েন হোটেলের আমরজিৎ সিং অহুজা এবং পিএইচডিসিসিআই-এর শালিনী এস শর্মা, যিনি প্রতিযোগিতার পূর্ণ রোডম্যাপ উপস্থাপন করেন।

ভারতজুড়ে ১৩০টিরও বেশি হসপিটালিটি ইনস্টিটিউট এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। অংশীদার হিসেবে রয়েছেন নেসলে প্রফেশনাল, ভেনাস ইন্ডাস্ট্রিজ, ওয়াঘ বাকরি টি গ্রুপ, ক্রেমিকা, ম্যাককেইন ফুডস সহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। বিজয়ীদের জন্য থাকছে নগদ পুরস্কার, নামী হোটেল ও রন্ধন প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ, আন্তর্জাতিক এক্সপোজার, এবং একটি বিশেষ 'বেস্ট সাসটেইনেবল ডিশ' পুরস্কার।

'ন্যাশনাল ইয়ং শেফ কম্পিটিশন' নিঃসন্দেহে ভারতের রন্ধন ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলবে এবং শেফদের একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দেবে। এটি ভবিষ্যতের ভারতের রন্ধনশিল্পকে আরও শক্তিশালী ও গ্লোবালি প্রশংসিত করে তুলতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বামুটিয়া বিধানসভায় বিজেপি কর্মীর প্রয়াণে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: বামুটিয়া বিধানসভা পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েতে কাচারিটিলা গ্রামে বিজেপি কর্মীর প্রয়াণে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় প্রয়াতার বাসভবনে। সম্প্রতি শ্রীধর সরকার এবং তার আপন সহোদর পরিমল সরকার প্রয়াত হয়েছেন। আজ সকাল ৮ ঘটিকায় ওনাদের বাসভবনে স্মরণসভায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াতদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ এক মিনিট নীরবতা পালন এবং তাদের কর্মময় জীবন নিয়ে আলোকপাত করা হয়।

স্মরণ সভায় উপস্থিত প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, বামুটিয়া মণ্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস, গোমতীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর দাস, পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, বুথ সভাপতি সহ দলের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীধর সরকার ১৩ জুলাই প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে রেখে গেছেন। উনি দীর্ঘদিনের বিজেপি দলের কর্মী ছিলেন। ২০১৪ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি দল থেকে তিনি নির্বাচনে লড়েছিলেন। যখন বিজেপি দলের হাতেগোনা কয়েকজন সদস্য ছিল সেই সময়ের কর্মী ছিলেন প্রয়াত শ্রী ধর। উনার সহোদর পরিমল সরকারও বিজেপি দলের কর্মী ছিলেন। পরিমল সরকারের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিলো ৫৯ বছর। স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে সহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। গত ৯ জুলাই তিনি প্রয়াত হয়েছেন।

আজই ভুগজোর গ্রামের প্রয়াত দিলীপ বর্ধনের স্মরণসভা উনার বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। দিলীপ বর্ধন গত ৬ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর। স্ত্রী, দুই ছেলে সহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। উনার স্ত্রী স্বপ্না বর্ধন ২০১৮ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি দলের হয়ে পূর্ব বামুটিয়া পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। উনার স্মরণসভাতেও পুষ্পার্ঘ অর্পণ, এক মিনিট নীরবতা পালন, উনার জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা করেন প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, মণ্ডল সভাপতি শিবেন্দ্র দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, গোমতীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সমীর দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। স্মরণসভা গুলিতে দলীয় কর্মীদের উপস্থিত ছিলো লক্ষ্যণীয়।

৫ দফা দাবিতে দুই ঘন্টার গন অবস্থান ও ডেপুটেশন ডিওয়াইএফআই সোনামুড়া মহকুমা কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৬ জুলাই: ৫ দফা দাবিতে দুই ঘন্টার গন অবস্থান এবং মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন কর্মসূচি সংঘটিত করলো ডিওয়াইএফআই সোনামুড়া মহকুমা কমিটি।

মূলত মহকুমা শাসক অফিসে পিআরটিসি প্রদানের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা, জন্ম মৃত্যু সার্টিফিকেট প্রদানে প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করা, আধার আপডেট সরলীকরণ করা, নতুন রেশন কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে দপ্তরের গাফিলতি দূর করা এবং বিবাহ নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদানের জটিলতা দূর করা, প্রমুখ দাবিগুলির ভিত্তিতে সংগঠনের উদ্যোগে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির সোনামুড়া বিভাগীয় অফিসের সামনে সংঘটিত হয় উক্ত গণঅবস্থান কর্মসূচি।

গণঅবস্থান থেকে কর্মসূচির বিষয়ে বলতে গিয়ে বিভিন্ন দাবিগুলি উত্থাপন করে আলোচনা করেন ডিওয়াইএফআই বিভাগীয় সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সাহা। তিনি বলেন, দাবিগুলি পূরণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

পরবর্তী সময়ে গণবস্থান স্থল থেকে সাতজনের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশনে মিলিত হন সোনামুড়া মহকুমা শাসক রাজু দেবের সঙ্গে দাবিসনদ তুলে দিয়ে দাবি গুলি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রতিনিধিরা।

ডেপুটেশন শেষে এক বিবৃতিতে মহাকুমা শাসক জানান পিআরটিসি আধার এবং রেশন কার্ডে নাম তোলা ইত্যাদি বিষয়গুলিতে সাধারণ মানুষ যেন হয়রানি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পূর্বেই কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলি বাস্তবায়নও করা হচ্ছে তবে খুব শীঘ্রই ছোটখাটো সমস্যা গুলি সমাধান করা হবে এবং বাকি সমস্যাগুলি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা করবেন।

এদিনের ডেপুটেশনে সংগঠনের পক্ষে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভাগীয় সভাপতি মোঃ সেলিম, কাওসার আহমেদ সহ অন্যান্যরা।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জলের ট্যাক্স বৃদ্ধি সহ স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদে আমরা বাঙালি দলের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: স্মার্ট মিটার বসানোর তীব্র বিরোধিতা করেছে আমরা বাঙালি দল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জলের ট্যাক্স বৃদ্ধি সহ স্মার্ট মিটারের প্রতিবাদে আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে আজ এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সভাপতি গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল বলেন, স্মার্ট মিটার বসানোর মধ্য দিয়ে ভোক্তাদের প্যাকেট কাটার কৌশল নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রাজ্য তথা দেশজুড়ে যখন তীব্র বেকার সমস্যা বেড়েই চলছে তখন বেঁচে থাকার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ চাল, ডাল, ভোজ্যতেল থেকে শুরু করে জীবনদায়ী ঔষধপত্রের দাম লাগামহীনভাবে বেড়ে চলায় মানুষ দিশেহারা। সেই সঙ্গে বর্তমান যুগে শিল্পায়ন থেকে শুরু করে বেঁচে থাকার প্রশ্নে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার মানুষের জীবনে যেখানে এক অপরিহাযা বিষয় হিসাবে গণ্য সেখানে আমাদের রাজ্যে কিছুদিন বাদে বাদেই বৈদ্যুতিক চার্জ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইদানিং গ্রাহকদের বাড়ীতে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ চলছে।

তিনি আরো বলেন, কিন্তু ইতোমধ্যেই স্মার্ট-মিটারের অপার মহিমা রাজ্যের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। আগে যাদের বাড়ীতে একমাসে আটশ, নয়শ, হাজার টাকা বিল হতো এখন স্মার্ট মিটারে বিল আসছে যাট, সত্তর, আশি হাজার বা তারও বেশী। অথচ সরকার পক্ষ তথা বিদ্যুৎ নিগম থেকে একাধিকবার গ্রাহকদের আশ্বস্ত করেছিল যে স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ হবে। এতে প্রকৃত গ্রাহকগণই উপকৃত হবেন। যদি তা-ই হবে তবে কেন অত্যধিক বিল আসছে। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তার কোন যুৎসই জবাব এখনো অবধি মানুষ পায়নি। প্রসঙ্গত কারণেই স্মার্ট মিটারের ব্যাপারে রাজাবাসীর মনে প্রচন্ড ক্ষোভ তৈরী হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের মধ্যে চলন সামগ্রী প্রদান উপলক্ষে মূল্যায়ন শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: খোয়াই ব্লকে বুধবার প্রতিবন্ধীদের মধ্যে চলন সামগ্রী প্রদান উপলক্ষে মূল্যায়ন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। পর্যায়ক্রমে জেলার সবকটি ব্লকেই এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শারীরিকভাবে চল্লিশ শতাংশ প্রতিবন্ধীদেরকে তাদের চলাফেরা করতে অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে, সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন জিনিসপত্র প্রদান করবে। এই বিষয়টি নিয়ে আজ ১৬ই জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে খোয়াই জেলার অন্তর্গত সমস্ত ব্লকে। আজ এই কর্মসূচি সূচনা পর্ব শুরু হয় খোয়াই ব্লকের মধ্য দিয়ে।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আধিকারিক রজত পন্ত। ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীমতি অপর্ণা সিংহ রায়। ছিলেন ব্লক আধিকারিক অনুরুদ্ধ দাস সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা দিবস এবং পাক্ষিক, ২০২৫ দিবস পালিত বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৬ জুলাই: রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের দক্ষিণ জেলা শাখার উদ্যোগে ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা দিবস এবং পাক্ষিক, ২০২৫ দিবস পালিত হয়েছে।

এই উপলক্ষে ত্তপরিকল্পিত পিতামাতার জন্য গর্ভধারনের মধ্যে স্বাস্থ্যকর সময় ও ব্যবধান"ত্ত শিরোনামে এক দিবসীয় এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. মনোরঞ্জন দাস, জেলা পরিবার কল্যাণ প্রশাসক ডাঃ মনিশ চৌধুরী, শিক্ষক সংসদের যুগ্মসচিব শ্রী দীলিপ কুমার সেন, কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের প্রোগাম অফিসার অভিজিৎ চৌধুরী ও জেলা আশাকর্মী সম্পাদক দীপশিখা সোম।

আলোচনার শুরুতে অধ্যাপক অভিজিৎ চৌধুরী বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালনের গুরুত্ব আলোচনা সহ উপস্থিত সকলকে এন এস এস পক্ষ থেকে স্বাগত জানান। এরপর জেলা পরিবার কল্যাণ প্রশাসক তথা আজকের মূখ্য বক্তা জেলা পরিবার কল্যাণ প্রশাসক ড.মনিষ চৌধুরী উনার আলোচনায় বলেন সমাজের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যা বাল্যবিবাহ। এর কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা, মাতৃমৃত্যুও ঝুঁকি, অপরিণত গর্ভধারণ, প্রসবকালীন শিশুর মৃত্যুঝুঁকি, প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা, নারীশিক্ষার হার হ্রাস, স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি, নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষমতা ও সুযোগ কমে যাওয়াসহ নানা রকম নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে।তাই অবিলম্বে এই সকল নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৫ জুলাই ২০২৫ইং এর মধ্যে ৩০৭, ০৮৮৪ কোটি টাকা রাজ্য সরকার কর্তৃক দেওয়া হয়েছে এডিসিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রধান প্রশাসনিক ভবনের মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সি. কে জমাতিয়া জানান স্বশাসিত জেলা পরিষদের ২০২৫-২৬ইং অর্থ বছরের জন্য ১৮৪০, ৭৫ কোটি টাকা বাজেট ধরা হয়েছে।

তার মধ্যে ত্রিপুরা সরকার কর্তক ৮৬০,২৮২৫ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত বাজেটের মধ্যে রাজ্য সরকার হইতে ৩০৭, ০৮৮৪ কোটি টাকা পাওয়া গেছে ১৫ জুলাই ২০২৫ইং পর্যন্ত। তিনি আরো জানান রাজ্য সরকার হইতে ৪৩০,১৪১২৫ কোটি টাকা পাওনা হয়েছে বলে।

কৈলাসহরে "সম্পর্ক" কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ জুলাই:ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার গতকাল কৈলাসহরের সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে গুরুত্বপূর্ণ ও সমাজমুখী কর্মসূচি "সম্পর্ক" এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এই কর্মসূচির সূচনা করে তিনি বলেন, সম্পর্ক একটি অভিনব উদ্যোগ, যার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রশাসনের সঙ্গে গ্রামীণ এলাকার জনগণের মধ্যে একটি সুদৃঢ় ও স্থায়ী বন্ধন গড়ে তোলা।

"গ্রামকে আপন করুণ, পরিবর্তণ আনুন" এই মূলমন্ত্রে বিশ্বাস রেখে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের আধিকারিকদের স্বেচ্ছায় একটি করে গ্রাম পঞ্চায়েত বা এডিসি ভিলেজ দত্তক নেওয়ার মাধ্যমে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিটি সরকারি আধিকারিক একটি গ্রামপঞ্চায়েত বা এডিসি ভিলেজকে দত্তক নিয়ে সেই গ্রামের বন্ধু, পরামর্শদাতা ও পথ প্রর্দশকের ভূমিকা পালন করবেন। গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দার সাথে আলোচনা করে বাস্তব সমস্যাগুলি চিহ্নিত করবেন। গ্রামবাসীদের প্রশাসনিক জটিলতা থেকে মুক্ত করতে সহায়তা ও সঠিক দিকনির্দেশ প্রদান করবেন।

এই "সম্পর্ক" কর্মসুচি শুধু একটি প্রশাসনিক প্রকল্প নয় বরং এক আন্তরিক ও মানবিক প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে গ্রামের মানুষজন প্রশাসনের অংশীদার হয়ে উঠবে এবং প্রশাসনিক আধিকারিক হবেন প্রকৃত সমাজ সেবক। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সন্তোষ ধর, কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধামবিকা আর, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল ডার্লং ও অর্ঘ্য সাহা, কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক এন এস চাকমা, বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে পুর নিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ

আগরতলা, ১৬ জুলাই: 'এক পেড় মা কে নাম'- এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ আগরতলা পুর নিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ড'র বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হয়। এদিনের এই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত, স্থানীয় কর্পোরেটর জয়া ধানুক সহ অন্যান্যরা।

এদিনের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিজেপি সহ সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত বলেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি ১০ কোটি গাছ রোপন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন। এরই অঙ্গ হিসেবে এদের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে বৃক্ষরোপনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সাত নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পাপিয়া দত্ত আরো বলেন, 'এক পেড় মা কে নাম' এই কর্মসূচির পেছনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি লক্ষ্য রয়েছে। আমরা বিভিন্ন সময় বৃক্ষরোপণ করে থাকলেও চারা গাছটির রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই গাছটিকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। কিন্তু আমরা আমাদের মায়ের নামে যখন একটি গাছ লাগাবো তখন সেটি আমাদের আবেগের একটি উৎস থাকবে। সেই চারা গাছের পরিচর্যায় আমরা সদা তৎপর থাকবো। সেই কারণেই গাছ লাগানো এবং আগামীদিনে সেই চারাগাছকে আমাদেরই পরিবারের অংশ ভেবে পরিচর্যা করার জন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল ছাত্র ছাত্রীরা

আগরতলা, ১৬ জুলাই : কাঞ্চনপুর দশদা ব্লকের বড়ছড়া হাইস্কুলে নানান সমস্যায় জর্জরিত।তার মধ্যে বড় সমস্যা হচ্ছে শিক্ষক স্বল্পতা। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে কলেজের পঠনপাঠন লাটে উঠেছে।তাই আজ সকালে শিক্ষকের নিয়োগ সহ একাধিক দাবিতে পথ অবরোধ করেন ছাত্র ছাত্রীরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, কাঞ্চনপুর দশদা ব্লকের বড়ছড়া হাইস্কুলে বর্তমানে একাধিক ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা ভুগছে। এতে করে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন লাঠে উঠেছে। বিদ্যলয়ে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জতি। কিন্তু এইসকল সমস্যার উপেক্ষা করে ক্লাস সঠিকভাবে চালিয়ে যেতে চাইছে ছাত্র ছাত্রীরা। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা শিক্ষক স্বল্পতা।

ক্রীড়াঙ্গন

ক্রিকেট মাঠে খেলতে অস্বীকার করার প্রবণতা সিনিয়র স্টেট মিট এলিটে বিশালগড় চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। খেলার মাঠে 'রিফিউজড টু প্লে'। যার অর্থ খেলতে অস্বীকার করা। নতুন প্রবণতা। তাও একেবারে ধনাঢ্য স্পোর্টস ক্রিকেট মাঠের খবর। আরেকটা প্লাস পয়েন্ট সিনিয়র ক্রিকেটারদের খেলা। মূল কথা, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র স্টেট মিট এলিট গ্রুপের ফাইনাল ম্যাচটি এইরকম পরিভাষার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী যাঁরা 'রিফিউজড টু প্লে' বলেছেন অর্থাৎ খেলতে অস্বীকার করেছেন তাদেরকে বিজিত বলে ঘোষণা করে, প্রতিপক্ষকে জয়ী বলতে হয়েছে। যেহেতু ফাইনাল ম্যাচের কথা, তাই প্রতিপক্ষ চ্যাম্পিয়ন খেতাবও পেয়ে গেল। ঘটনা মঙ্গলবার, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে।

সিনিয়র স্টেট মিট এলিট গ্রুপের ফাইনাল ম্যাচে সদর ও বিশালগড় পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল। সকাল সাড়ে আটটায় টস হলেও ৯টা নাগাদ নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সদর মহকুমা দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারের খেলায় সদর সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৫৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে কৌশল আচার্য্যের পঞ্চান্ন রান এবং নিরুপম সেনের ২৫ রান উল্লেখযোগ্য।

বিশালগড়ের বোলার বিক্রম কুমার দাস এবং অমিত আলী তিনটি করে এবং পারভেজ সুলতান দুটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিশালগড় মহকুমা দল ১১ ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়ে ৩৫ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ডি এল এস মেথড অ্যাপ্লাই করে বিশালগড়ের সামনে ১৬ ওভারে ৪৭ রানের টার্গেট দেওয়া হয়। অতঃপর ১১.২ ওভার খেলে বিশালগড়ের ৩৭ রানের মাথায় সদর মহকুমা দলের পক্ষ থেকে 'রিফিউসড টু প্লে' উক্তিটি চলে আসে। স্বাভাবিক নিয়মে বিশালগড় কে জয়ী তথা এলিটে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। বাবুল দে-র ব্যাটে ২৫ রান এসেছে।

বিক্রম কুমার দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

লাইস্রাম মিলনের হ্যাটট্রিকসহ চার গোল টাউনকে নকআউট করে ব্লাডমাউথ সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লাইস্রাম মিলন সিংয়ের হ্যাটট্রিকসহ চার গোল। দুরন্ত জয় ব্লক মাউথ ক্লাবের ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে। প্রথম ম্যাচে জয়ী হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত টাউন ক্লাব একপ্রকার পর্যুদস্ত হয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিলো আজ। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট শীল্ড ফুটবলের চতুর্থ তথা অন্তিম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব ৬-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে টাউন ক্লাবকে নকআউট করে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। আগামী ১৯ জুলাই দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাব কল্যাণ সমিতির মুখোমুখি হবে। ১৪ জুলাই কল্যাণ সমিতি ন্যূনতম গোলে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছিল। আজ সন্ধ্যায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অন্তিম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে গোলের শুরু খেলার তিন মিনিটের মাথায়। লাইস্রাম মিলন সিংয়ের পা থেকে। ২১ মিনিটে ফের লাইস্রামের গোল। তবে প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে সতীর্থ আফবাল বারীক কোদন আরও একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে ৩-০ করে নেয়। পক্ষান্তরে টাউন ক্লাবের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা যেমন সুবিধা করতে পারেনি তেমনি রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রাও তেমন প্রতিরোধ করতে পারেনি। যার ফলে ৫৪ এবং ৬৯ মিনিটের মাথায় লাইস্রাম পর পর আরও দুটো গোল করলে ব্যবধান ৫-০ হয়। ১০ মিনিট বাদে নাঙ্গম দক্ষক সিং আরেকটি গোল করলে ব্যবধান ৬-০ হয়। এদিকে টাউন ক্লাব ক্রমশ ৬ গোল হজম করে শেষ দিকে প্রায় ১০-১২ মিনিট পুরোপুরি রক্ষণাত্মক খেলে সপ্তম গোল থেকে নিজেদের রক্ষা করে নেয়। এদিকে খেলায় রেফারি খেলায় অসদাচরনের দায়ে দু-দলের দুইজন করে চারজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন।

আইএসএল স্থগিত! সমাজমাধ্যমে দীর্ঘ বার্তা সুনীল ছেত্রীর, ভারতীয় ফুটবলের অনিশ্চয়তায় উদ্বিগ্ন অধিনায়ক

বিস্তর টালবাহানার পর আপাতত স্থগিত হয়ে গিয়েছে এই মরসুমে আইএসএল। পাঁচ দিন আগে ক্লাবগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে এ কথা জানিয়ে দিয়েছে আয়োজক এফএসডিএল। সেই খবরে বেশ উদ্বিগ্ন ভারতের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। সমাজমাধ্যম দীর্ঘ বার্তা পোস্ট করে তিনি জানিয়েছেন, ফুটবলের ব্যবস্থাপনার কাঠামোই 'চিন্তিত, ব্যথিত এবং ভীত'।আইএসএলে বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেন সুনীল। দু'বছর আগে আইএসএল কাপ জিতেছে তাঁর দল। সেই সুনীল সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ''এমনিতেই আমি কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। হাতে থাকা সময় ক্রমশ কমছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারছি, আমার স্বার্থপর সমস্যা অতটাও গুরুতর নয়।ভারতীয় ফুটবল এখন যে অবস্থায় রয়েছে তা অত্যন্ত চিন্তার।''সুনীল আরও লিখেছেন, ''শুধু নিজের ক্লাব নয়, অন্যান্য ক্লাবের খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ, ফিজিয়ো, ম্যাসিওরদের থেকে বহু বার্তা পেয়েছি। যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে তা দেখে ভারতীয় ফুটবলের কাঠামোর সঙ্গে জড়িত থাকা প্রত্যেকে চিন্তিত, ব্যথিত এবং ভীত। আমি জানি যাঁরা ফুটবলটা চালান তাঁরা মরসুম শুরু করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আশা করি দ্রুত কোনও সিদ্ধান্ত হবে।''সুনীল জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে সব উত্তর তাঁর কাছেও নেই। তবে যাঁরা ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের শান্ত থাকার আবেদন করেছেন তিনি। একসঙ্গে এই সময়টা কাটিয়ে ফেলবেন, এমনই আশা তাঁর।আইএসএল স্থগিত হয়ে যেতে পারে এমন একটা খবর ছিলই। অনেক ক্লাবই তাঁদের প্রাক মরসুম প্রস্তুতি পিছিয়ে দিয়েছে। ব্যতিক্রম নয় বেঙ্গালুরুও। তারা ডুরান্ড কাপে খেলছে না। আইএসএলের প্রস্তুতিও এখনও শুরু করেনি।সুনীল নিজের বার্তার শুরুতে লিখেছেন, ''কিছু দিন আগে যখন খবর পেলাম আমাদের প্রাক মরসুম প্রস্তুতি এক পক্ষকাল পিছিয়ে গিয়েছে, তখন হেসেছিলাম। ছুটিতে থাকার কারণে খুব বেশি পরিশ্রম করিনি। খাওয়া-দাওয়াও সে ভাবে কমাতে পারিনি। তাই নিজেকে পুরনো জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাতে কিছুটা বাড়তি সময় চলে এসেছিল। সেই 'পক্ষকাল' এখন 'অনির্দিষ্টকাল' হয়ে গিয়েছে। আমার মুখের হাসিও মিলিয়ে গিয়েছে।''উল্লেখ্য, গত ১১ জুলাই ক্লাবগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে এফএসডিএল জানিয়েছিল, তাদের সঙ্গে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) স্বাক্ষরিত হওয়া মাস্টার্স রাইটসএগ্রিমেন্ট (এমআরএ) আগামী ৮ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে আইএসএল শুরু হলেও এক-তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যে চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। নতুন করে চুক্তি সই নিয়ে বেশ কয়েক মাস আগে আলোচনা শুরু হলেও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে হেতু ডিসেম্বরের পর আর চুক্তি থাকছে না, তাই ২০২৫-২৬ মরসুমের আইএসএলের পরিকল্পনা, আয়োজন বা বাণিজ্যিকীকরণ করতে এফএসডিএল অপারগ।

লর্ডসে হারের পর দিনই ব্রিটেনের রাজার কাছে শুভমনেরা, রাজ-সাক্ষাতে উঠল সিরাজের আউটের প্রসঙ্গ

বেন স্টোকসদের কাছে ২২ রানে তৃতীয় টেস্ট হারার পরের দিনই ব্রিটেনের রাজ দরবারে শুভমন গিলেরা। সেখানেও উঠল লর্ডস টেস্টে মহম্মদ সিরাজের আউট হওয়ার প্রসঙ্গ। রাজা তৃতীয় চার্লসের আমন্ত্রণে লন্ডনের সেন্ট জেমস প্যালেসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন হরমনপ্রীত কৌরেরাও।রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে হারের পর মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। লর্ডসের পিচের উপর বসেই কেঁদে ফেলেন সিরাজ। মরিয়া লড়াইয়ের পরও হার মেনে নিতে পারছিলেন না রবীন্দ্র জাডেজা। ম্যাচের বাগ্‌যুদ্ধ, বিতর্ক, লড়াই ভুলে সিরাজ-জাডেজাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে আসেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারেরা। অধিনায়ক স্টোকস ছাড়াও জো রুট, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্সেরা লড়াইয়ের জন্য তাঁদের প্রশংসা করেন। জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও হারের হতাশা অবশ্য রয়ে গিয়েছে ভারতীয় শিবিরে। তার মধ্যেই মঙ্গলবার ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে দেখা করলেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটারেরা। ছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর-সহ সব সাপোর্ট স্টাফেরাও। শুভমন, জসপ্রীত বুমরাহ, লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থদের আগেই সেন্ট জেমস প্যালেসে পৌঁছে গিয়েছিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল লর্ডসে শুভমনদের লড়াইয়ের প্রশংসা করেন রাজা তৃতীয় চার্লস। সিরাজের দুর্ভাগ্যজনক আউটের কথাও শোনা গিয়েছে রাজার মুখে। হরমনপ্রীত, স্মৃতি মন্ধানাদের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান রাজা। ব্রিটেনের রাজার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত ভারতীয় দলের ক্রিকেটারেরা। অধিনায়ক শুভমন বলেন, ''রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে দেখা করার অভিজ্ঞতা দুর্দান্ত। অত্যন্ত উদার্য্য এবং সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, লর্ডসে আমাদের শেষ ব্যাটার যে ভাবে আউট হয়েছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা বলেছি, ম্যাচের ফল যে কোনও দলের পক্ষেই যেতে পারত। ফলাফলটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের। আশা করি, বাকি দু'টি টেস্টে আমরা আরও ভাল খেলব।''

রাজার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে খুশি মহিলা দলের ক্রিকেটারেরাও। ভারতের দুই দলের সব সদস্যদের সঙ্গে সেন্ট জেমস প্যালেসে গিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকিয়া এবং সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল।

৬১ বছরের পুরনো নজির ভাঙলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটার

প্রথম বার টেস্ট খেলতে নেমেই চমকে দিলেন লুয়ানদ্রে প্রিটোরিয়াস। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শতরান করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯ বছরের ব্যাটার। ভেঙে দিলেন ৬১ বছরের পুরনো রেকর্ড। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টেস্টের প্রথম দিনেই চারশোর উপর রান তুলে ফেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। শনিবার ১৬০ বলে ১৫৩ রান করে আউট হয়েছেন লুয়ানদ্রে। মেরেছেন ১১টি চার এবং ৪টি ছয়। ১১২ বলে শতরান করেন তিনি। ১৯ বছর ৯৩ দিন বয়সে টেস্টে শতরান করলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণতম ক্রিকেটার হিসাবে টেস্টে শতরান হল তাঁর। এর আগের রেকর্ড ছিল গ্রেম পোলকের, যিনি ১৯৬৪-তে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে ১৯ বছর ৩১৭ দিন বয়সে শতরান করেছিলেন।

বিশ্বের পঞ্চম তরুণতম ক্রিকেটার হিসাবে টেস্টে শতরান করলেন লুয়ানদ্রে। তরুণতম হিসাবে টেস্টে শতরানের নজির রয়েছে বাংলাদেশের মহম্মদ আশরাফুলের। ২০০১-এ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শতরান করেছিলেন ১৭ বছর ৬১ দিন বয়সে।

কর্মপ্রার্থী পি.আই পরীক্ষার্থীদের স্পোর্টস কাউন্সিলের হোস্টেলে ফ্রি থাকার সুবিধা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের দারুন উদ্যোগ। বিশেষ করে কর্মপ্রার্থী খেলোয়ারদের সুবিধার্থে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এটি একটি সহযোগিতামূলক প্রশস্ত পদক্ষেপ। আগরতলায় এই মুহূর্তে পি.আই অর্থাৎ শারীর শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা এবং কাগজপত্র নিরীক্ষণের কর্মসূচি চলছে। রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৩০১ জন শরীর শিক্ষক তথা পি.আই পদে নিয়োগের দরখাস্ত জমা নেওয়া হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ২৯ জুলাই পর্যন্ত কর্মপ্রার্থী খেলোয়ারদের রাজ্যের সবকটি জেলা ও মহকুমা থেকে আগরতলায় আসতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ অনুযায়ী তাদের ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে হচ্ছে। অনেকেরই আগের দিন আগরতলায় আসতে হচ্ছে অথবা সাক্ষাৎকারের দিন বিশেষ কারণে আগরতলায় অবস্থান করতে হচ্ছে। সে বিষয়ে চিন্তা করে ত্রিপুরার স্পোর্টস কাউন্সিল এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) থেকে স্পোর্টস কাউন্সিলের পরিচালনাধীন হোস্টেলে বিশেষভাবে লজিং অর্থাৎ থাকার সুবিধা, নি:শুল্ক ভাবে প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কর্মপ্রার্থী খেলোয়াড়দের অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কাগজ অর্থাৎ ইন্টারভিউর প্রমাণ পত্র, আধার কার্ড ইত্যাদি সচিত্র পরিচয় পত্র সহ এক কপি করে জেরক্স দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট হোস্টেল তত্ত্বাবধায়কের কাছে জমা দিতে হবে। আজ, বুধবার বিকেলে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের কনফারেন্স হল-এ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে পর্ষদ সচিব সুকান্ত ঘোষ, জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা এবং সদস্য অপু রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

টি এফ এ-র উপর বিরক্তি প্রকাশ করে ভি আই পি বক্স বয়কট ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নীল জ্যোতি রাখাল শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে উমাকান্ত ময়দানে ভি আই পি বক্স বয়কট করলো ব্লাড মাউথ ক্লাব। ফুটবলার পারভেজকে শোকজ করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিলো ব্লাডমাউথ। বুধবার ব্লাড মাউথ ক্লাবের সম্পাদক সেবক ভট্টাচার্য্য সহ বাকি সদস্য সমর্থকরা বসলেন মাঠের উত্তর দিকের গ্যালারিতে। ব্লাডমাউথ ক্লাব পারভেজ ইস্যুতে টি এফ এ-তে চিঠিও দেয়। তবে এখনও কোনও উত্তর পায় নি ব্লাড মাউথ ক্লাব। তাই এই সিদ্ধান্ত নিলো ব্লাড মাউথ ক্লাব। এই বিষয়ে নীল জ্যোতি রাখাল শিল্ড নক আউট ফুটবল কমিটির সচিব কৃষ্ণপদ সরকারের কাছে এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, পারভেজ ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে গভর্নিং বডি।এরপরও তিনি শীল্ড কমিটির সচিব হিসেবে ব্লাড মাউথ ক্লাবের সচিব ও সভাপতিকে আবারও অনুরোধ করবেন তাঁরা যাতে ভি আই পি বক্সে এসে বসেন।

আন্তর্জাতিক দাবা দিবসে ব্লিটসের আসর ত্রিপুরায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরায়ও যথাযোগ্য মর্য্যাদা পালন করা হবে আন্তর্জাতিক দাবা দিবস। ২০ জুলাই আন্তর্জাতিক দাবা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হবে ব্লিটস দাবা প্রতিযোগিতা। আগামী বছরের শুরুর দিকেই জাতীয় ব্লিটস দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ত্রিপুরায়। এই আসরে অংশগ্রহণের লক্ষ্যেই নির্বাচনী শিবির অনুষ্ঠিত হবে ২০ জুলাই। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিকের অফিস বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানা গেছে, যে সকল দাবাড়ুরা নির্বাচনী শিবিরে অংশ নেবেন তারাই শুধুমাত্র জাতীয় আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন। মোট ৯ রাউন্ডের হবে আসর। আসরের প্রথম ১০ স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে প্রাইজমানি দেওয়া হবে। এছাড়া অনূর্ধ ৮, ১০,১২ এবং ১৪ বছর বিভাগে প্রথম ৩ স্থানাধীকারী দাবাড়ুকে পুরস্কৃত করা হবে। খেলা হবে এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে। অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ৬০০ টাকা এন্টি ফি সহ ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে বলেছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ। এদিকে এ বছরই প্রথম রাজ্যের কোনও দাবাড়ু আই আই টি-তে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। গুজরাটের গান্ধীনগরের আই আই টি তে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন দাবাড়ু শুভ্রনীল মজুমদার। আন্তর্জাতিক দাবা দিবসের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হবে শুভ্রনীলকে। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ এ খবর জানিয়েছেন।

চার বছর পর টেস্ট ক্রিকেটে ফিরে ফুটছেন আর্চার, শুভমনদের হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিমান ধরতে চান

লর্ডসে টানটান উত্তেজনার টেস্ট জিতে ফুটছেন জফ্রা আর্চার। চার বছর পর টেস্ট ক্রিকেটে ফেরা ইংল্যান্ডের জোরে বোলার বাকি দু'টি টেস্টেও ভারতকে হারাতে চান। এই সিরিজেই আসন্ন অ্যাশেজ সিরিজের প্রস্তুতি সেরে নিতে চান আর্চার।চোট-আঘাতের জন্য বার বার পিছিয়ে গিয়েছে আর্চারের টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন। শেষ পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে ফিরেছেন লাল বলের ক্রিকেটে। চার বছর পর টেস্ট খেলতে নামা বোলার হতাশ করেননি ইংল্যান্ডের ক্রিকেটপ্রেমীদের। দু'ইনিংস মিলিয়ে নিয়েছেন ৫টি উইকেট। বেন স্টোকসের দলের জয়ের অন্যতম নায়ক তিনি। লর্ডসে জয়ের পর ফুটছেন আর্চার। তাঁর নজর এখন আগামী অ্যাশেজ সিরিজে। তার আগে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ জিততে চান।আর্চার জানিয়েছেন, ভারতের বিরুদ্ধে বাকি দু'টি টেস্টই খেলতে চান। চাপ কমানোর জন্য অনুমতি না পেলে আলাদা কথা। কিন্তু বসে থাকতে চান না। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''আমাকে অনুমতি এবং সুযোগ দেওয়া হলে বাকি দু'টি টেস্টেই খেলতে চাই। কোনও ভাবেই এই সিরিজ হারতে চাই না। আগেই জানিয়েছিলাম, এই গ্রীষ্মেই টেস্ট খেলতে চাই। অ্যাশেজও খেলতে চাই। প্রথম লক্ষ্যটা পূর্ণ হয়েছে। আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে চাই। আগামী নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিমানে ওঠার জন্য আমি সব কিছু করতে তৈরি।''টেস্ট ক্রিকেটে ফিরতে পেরে কিছুটা আবেগপ্রবণ আর্চার। ইংল্যান্ডের জোরে বোলার বলেছেন, ''চোট সারিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে ফেরা সবচেয়ে কঠিন। গত দেড় বছর ধরে টি-টোয়েন্টি এবং এক দিনের ক্রিকেট খেলছি। ব্রেন্ডন ম্যাকালাম দায়িত্ব নেওয়ার পর দল দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলছে। আমার খেলার ধরনের সঙ্গে মেলে এই ক্রিকেট। টেস্ট ক্রিকেটে ফিরতে পারা এবং নিজের মতো করে পারফর্ম করতে পারার অভিজ্ঞতাটা সত্যিই অন্যরকম।''

'রাতারাতি কেউ ভাল অধিনায়ক হতে পারে না', সমালোচিত শুভমনের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন সৌরভ

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট হেরে সিরিজে ১-২ পিছিয়ে গিয়েছে ভারত। লর্ডসে আপ্রাণ লড়াই করেও হারতে হয়েছে ২২ রানে। আগ্রাসী মনোভাবের জন্য সমালোচিত হচ্ছেন শুভমন গিল। তবে ভারত অধিনায়কের পাশে দাঁড়িয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রাক্তন অধিনায়কের দাবি, সময় দিলে ঠিক শিখে যাবেন শুভমন।লর্ডস টেস্টের তৃতীয় এবং চতুর্থ দিন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল দু'দলের ক্রিকেটারদের বাদানুবাদে। ইংল্যান্ডের ইচ্ছাকৃত সময় নষ্ট এবং উইকেট নিয়ে মহম্মদ সিরাজের আগ্রাসন আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ ক্রিকেটারদের উদ্দেশে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন শুভমনও।শুভমনের এই আচরণই হারের নেপথ্যকারণ বলে মনে করেন অনেকে। যদিও সৌরভ মানছেন না। তিনি বলেছেন, ''শুভমন ঠিক নিজের মতো করে ব্যাপারটা সামলে নেবে। অধিনায়ক হিসাবে সব শিখে যাবে। কেউ তো আর পুরোদস্তুর অধিনায়ক হয়ে দেশকে নেতৃত্ব দিতে নামে না। বার্মিংহামে কত ভাল নেতৃত্ব দিয়েছে। আরও ভাল দেবে। ওকে সময় দিতে হবে।''শুভমনের ব্যাটিং বিদেশে তাঁর চোখে দেখা সেরা বলে বর্ণনা করেছেন সৌরভ। তাঁর কথায়, ''ব্যাটা হিসাবে অসাধারণ খেলেছে। বিদেশের মাটিতে এই প্রথম ওকে এত ভাল খেলতে দেখলাম। প্রথমে হেডিংলেতে শতরান এবং বার্মিংহামে পর পর শতরান।'' প্রসঙ্গত, ৬০৭ রান করে শুভমন এই মুহূর্তে সিরিজের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।বাকিদের মতো লর্ডসের হারের পরেও হতাশ সৌরভ। তিনি মনে করেন, ম্যাচটা জেতা উচিত ছিল ভারতের। বলেছেন, ''যে ভাবে ভারত এই সিরিজে ব্যাট করেছে তাতে অনায়াসে ১৯০ তাড়া করে জিততে পারত।

দলের ব্যাটিং গভীরতা অসামান্য। আমি নিশ্চিত ওরা আমার থেকেও বেশি হতাশ। ২-১ এগিয়ে যাওয়ার দারুণ সুযোগ ছিল। দুটো জুটি হলেও ম্যাচটা জিততে পারতাম। ব্যাটিং কাকে বলে সেটা জাডেজা, বুমরাহ এবং সিরাজ দেখিয়ে দিয়েছে। বাকিরাও যদি ওদের মতো খেলতে পারত তা হলে ভারত ম্যাচটা জিতত।''

টি-টোয়েন্টি লিগে অবিক্রিত দ্রাবিড়-পুত্র, কর্নাটকের লিগে কোনও দলই কিনল না সমিতকে

রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে তিনি। বাবার মতো ধ্রুপদী ক্রিকেট নয়, আধুনিক সময়ের রীতি মেনে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতেই পছন্দ করেন। তবু কর্নাটকের রাজ্য টি-টোয়েন্টি লিগে দল পেলেন না সমিত দ্রাবিড়। নিলামে অবিক্রিতই থেকে গেলেন তিনি।মঙ্গলবার কর্নাটকের মহারাজা ট্রফির নিলাম হয়। সেখানে কাড়াকাড়ি হয় রাজ্যের ব্যাটার দেবদত্ত পাড়িক্কলকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত হাবলি টাইগার্স ১৩.২০ লক্ষ টাকায় কেনে পাড়িক্কলকে। অভিনব মনোহর এবং মণীশ পাণ্ডে বিক্রি হয়েছেন ১২.২০ লক্ষ টাকায়। বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম উঠেছে বিদ্যার্থ কাবেরাপ্পার। শিবমোগা লায়ন্স তাঁকে কিনেছে ১০.৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে। বেঙ্গালুরু ব্লাস্টার্স ৮.৩০ লক্ষে কিনেছে বিদ্যাধর পাটিলকে।দ্রাবিড়ের ছেলে সমিত ছিলেন 'সি' বিভাগে। রাজ্য দলের জুনিয়র ক্রিকেটারদের সেই বিভাগে রাখা হয়েছিল। কিন্তু নিলামের পর বিক্রি হওয়া ক্রিকেটারদের নামের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে নেই সমিতের নাম।১৯ বছরের সমিত গত বছর খেলেছিলেন মাইসোর ওয়ারিয়র্সের হয়ে। ৫০ হাজার টাকায় তাঁকে কিনেছি মাইসোর। সাতটি ম্যাচ খেলে ৮২ রান করেছিলেন সমিত। সর্বোচ্চ রান ৩৩। তবে বোলিং করার সুযোগ পাননি।সমিত জোরে বোলার এবং অলরাউন্ডার। তবে গত বারের মহারাজা ট্রফিতে তাঁকে দিয়ে বল করানো হয়নি। সাতটি ম্যাচ খেলার পর দল থেকেও বাদ পড়েন। টি-টোয়েন্টিতে খারাপ ফর্মের কারণেই তিনি এ বার দল পাননি বলে মনে করা হচ্ছে।গত বারের কোচবিহার ট্রফিতে অবশ্য ফর্মে ছিলেন সমিত। ৩৬২ রান করার পাশাপাশি ১৬টি উইকেট নিয়েছিলেন। তবে হাঁটুর চোটের জন্য গত বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে অনূর্ধ-১৯ ভারতের হয়ে খেলা হয়নি সমিতের।

জাগরণ 17 July, 2025, Thursday আগরতলা ১৭ জুলাই, ২০২৫ ইং, ■৩২ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সরকার ধাপে ধাপে রাজ্যের মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: মানুষের সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার আন্তরিক। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের সমস্যার কথা শুনে সরকার তার সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছে। সরকার তার সাধ্য ও ক্ষমতার মধ্যে মানুষের পাশে থেকে সমস্যা সমাধানে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে আজ ''মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু'' কর্মসূচির ৪৮-তম পর্বে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। আজও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের নানা সমস্যার সমাধান করার উদ্যোগ নেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় আরও বলেন, রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিশায় রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। রাজ্যের মানুষের সমস্যা সমাধান করে মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। জনগণের কল্যাণে সরকার দায়বদ্ধতা নিয়েই কাজ করছে। কোনও সরকারই সব সমস্যার ১০০ শতাংশ সমাধান একসাথে করতে পারবে না। সরকার ধাপে ধাপে রাজ্যের মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজের অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়নের মধ্য দিয়েই আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে চাই। রাজ্য সরকার জনজাতি এলাকায়ও সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে। বর্তমানে মানুষ বাক স্বাধীনতা পেয়েছেন, যা আগে ছিল না।

''মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু'' কর্মসূচিতে আজ মুখ্যমন্ত্রী লাদাখের সিয়াচীনে কর্মরত অবস্থায় শহীদ নায়েক অমরপুরের বীরগঞ্জের শুভঙ্কর ভৌমিকের স্ত্রী বিপাশা সিনহার সমস্যার কথা শুনেন। তারপর দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তাছাড়াও আজ গোমতী জেলার রাঙকাং পাড়ার প্রফুল্ল মন্ডল, খোয়াই-এর গোপালনগরের ত্রিজু দেববর্মা, মাতাবাড়ি ব্লকের সীমসীমা গ্রাম পঞ্চায়েতের লিটন বিশ্বাস, আগরতলা হরিজন কলোনীর মমতা ধানুক, বামুটিয়া ব্লকের শিউলি গোয়ালা, টেপানিয়া ব্লকের গর্জনমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাকেশ সরকার, আগরতলার ভাটি অভয়নগরের মনোরমা খাতুন, খোয়াইয়ের পপি দেবনাথ, রাণীরবাজারের লিটন সাহা, জন্মেজয়নগরের সুকুমার দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া করইলং-এর মন্দিরা রুদ্রপাল ও বিলোনীয়া দাস পাড়া কলোনীর উত্তম সাহার স্বাস্থ্যজনিত বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে মুখ্যমন্ত্রী তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। আজকের মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শিরোমনি দেববর্মা, জি.বি. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, আই.জি.এম. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. দেবাদ্রী দেববর্মা সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকাকে বহিরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে আটক নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জুলাই: বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকাকে বহিরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে আটক নাবালক। ভিন ধর্মী নাবালক দ্বারা হিন্দু নাবালিকাকে বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার পথে রেল পুলিশের হাতে আটক হয় তারা। গোটা ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য উত্তর জেলা জুড়ে।

ধর্মনগর থানাধীন সাবাজপুর এলাকার ১৭ বছরের মুসলিম নাবালক বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ফুসলিয়ে ১৫ বছরের এক হিন্দু নাবালিকাকে ট্রেনে করে বহিঃরাজ্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

এদিকে নাবালিকা মেয়েকে বাড়িতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন ধর্মনগর মহিলা থানার একটি মিসিং ডায়েরি করে। লিখিত অভিযোগ পেয়ে পুলিশের তৎপরতায় ভিন ধর্মী নাবালক সহ নাবালিকা মেয়েকে আসামের শিলচর রেল স্টেশন থেকে আরপিএফ আটক করে। পরবর্তীতে নাবালিকা মেয়ের পরিবারের লোকজন ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে অভিযুক্ত নাবালককেও নিয়ে আসা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে থানায় উপস্থিত হয় বজরং দলের কর্মীরা। বজরং দলের নেতৃত্বরা জানান, হিন্দু নাবালিকা মেয়েকে বিয়ের প্রলোভন সহ ওই মুসলিম নাবালক হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নাবালিকাকে। তারপর নাবালিকাকে নিয়ে বহিঃরাজ্যে যাচ্ছিল। তারা জানান, ভিন ধর্মী ছেলেরা হিন্দু নাবালিকাকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে নাবালিকাদের ধর্ম পরিবর্তন করে জীবন নষ্ট করছে। তাই এই ঘটনায় কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির দাবি তুলছেন।

ধর্মনগর মহিলা থানার অফিসার ইনচার্জ শিপ্রা দাস এমর্মে একটি মামলা নথিভুক্ত করেছেন। পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ধৃত নাবালককে জেলার জুভেনাইল কোর্টে সোপর্দ করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, নাবালিকা মেয়েকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বহিঃরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার বদ উদ্দেশ্য নিয়ে। ধারনা করা হচ্ছে,লাভ জিহাদের শিকার বানিয়ে কোন অসামাজিক কার্যকলাপের কাছে ওই নাবালিকাকে বিক্রি করার ছক কষেছিল ভিন ধর্মী ওই নাবালক। যদিও পুলিশি তদন্তেই বেরিয়ে আসবে আসল রহস্য।

শিক্ষক নিয়োগ

সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ঃ বিজেপি

আগরতলা, ১৬ জুলাই : শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে রাজ্য সরকার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন করে ১৬১৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এককথায়, বিজেপি সরকারের আমলে ত্রিপুরা ধীরে ধীরে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি মুখ্যপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

এদিন সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার একদিকে যেমন রাজ্যের প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের জন্য একের পর এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তেমনি, রাজ্যের সার্বিক এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিরোধীরা দাবি করছে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলো শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। কিন্তু, বিজেপি সরকার শিক্ষাগত উন্নয়নের জন্য একের পর এক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে তা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না।

এদিন তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার জনগনের স্বার্থের কথা চিন্তা করে একের পর এক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করছে। রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন দফতরে একের পর এক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেই চলছে।

শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণে গতকাল রাজ্য সরকার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন করে ১৬১৫ জন শিক্ষক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এককথায়, বিজেপি সরকারের আমলে ত্রিপুরা ধীরে ধীরে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মহারাজগঞ্জ বাজারে নির্মিত হচ্ছে মর্ডান ফিস মার্কেট: মৎস্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ জুলাই: ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মহারাজগঞ্জ বাজারে নির্মিত হচ্ছে মর্ডান ফিস মার্কেট। আজ মহারাজগঞ্জ মৎস্য বাজার পরিদর্শন করে এ কথা জানিয়েছেন মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এদিনের পরিদর্শনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, স্থানীয় কর্পোরেটর রত্না দত্ত, সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

এদিন পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, মৎস্য বাজারের বেশিরভাগ ব্যবসায়ী এসসি সম্প্রদায়ের। ইতিমধ্যেই মৎস্য ব্যবসায়ীদের অত্যাধুনিক একটি বাজার তৈরি করে দেওয়ার জন্য এসসি ওয়েলফেয়ার দপ্তর একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পে ৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করে একটি অত্যাধুনিক সুবিধা যুক্ত মডার্ন ফিস মার্কেট বা অত্যাধুনিক মৎস্য বাজার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সাত কোটি টাকা এই প্রকল্পের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ গোটা বাজারটি পরিদর্শন করে কিভাবে একটি অত্যাধুনিক সর্ব সুবিধা যুক্ত বাজার নির্মাণ করা যায় তার কাজ শুরু করেছেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় মাছের বাজারগুলিতে জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সকল সমস্যা নিঃসরণ করে কিভাবে একটি আধুনিক মানের মাছের বাজার নির্মাণ করা যায় তার চেষ্টা চলছে। তিন তলা বিশিষ্ট (জি প্লাস টু) মৎস্য বাজার নির্মিত করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

এদিকে সরকারিভাবে মাছ বিক্রি করার জন্য আরো কয়েকটি এপেক্স কেন্দ্র খুলে দেওয়ার বিষয় চিন্তাধারা করা হচ্ছে। ডুম্বুর জলাশয়ের উৎপাদিত মাছ যেন রাজ্যের বাইরে না যায়, সেই মাছগুলিকে যেন এপেক্স কেন্দ্রের মাধ্যমে রাজ্যের মধ্যেই রাখা যায় তার ব্যবস্থা নিয়েও চিন্তাধারা করছে সরকার। আজ পরিদর্শনকালে এমনটাই জানিয়েছেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস।

লেইক চৌমুহনী বাজার পরিদর্শনে মেয়র

আগরতলা, ১৬ জুলাই: আজ আগরতলার লেইক চৌমুহনী বাজার পরিদর্শন করেছেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। বাজারের অস্থায়ী দোকান নির্মাণ করে যারা ব্যবসা করছিলেন পুর নিগমের তরফে তাদের দোকান ভেঙে দেওয়ার পর পুনরায় তারা অস্থায়ীভাবে দোকান নির্মাণ করে ব্যবসা করছেন। তাদেরকে অবিলম্বে সেই দোকান সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন পরিদর্শন শেষে মেয়র বলেন, নিয়ম না মেনে একাংশ লোক যত্রতত্র সরকারি জায়গার উপরে ঘর তুলে রাজধানীর লেকচৌমুহনী বাজারে ব্যবসা করছেন। এনিয়ে লোকজনের তরফে বহুদিন ধরে অভিযোগ রয়েছে। এতে সমস্যায় পড়ছেন ক্রেতা ও বিক্রেতা। তিনি জানান, এর আগেও এই বাজার পরিদর্শন করে ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের অবৈধ দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা মানছেন না একাংশ ব্যবসায়ী। যারা এই নির্দেশ মানছেন না তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান মেয়র।

তিনি আরো বলেন, পুর নিগমের তরফে সেখানে একটি অস্থায়ী বাজার শেড নির্মাণ করে দেওয়া হবে। যেখানে প্রায় ১২৫ -১৩০ জন ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসা চালাতে পারবেন। যারা এতদিন ধরে এই বাজারে ব্যবসা করে আসছেন পর্যায়ক্রমে প্রত্যেককেই অস্থায়ীভাবে ব্যবসা করার ব্যবস্থা করে দেবে পুরনিগম। যতদিন না পর্যন্ত স্থায়ী বাজার শেড নির্মাণ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত অস্থায়ী বাজার শেডেই ব্যবসা করবেন ব্যবসায়ীরা। বাজারের প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সহায়তার আহ্বান করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

মেলাঘর পৌরসভার জায়গাতে ৩০ হাজার গাঁজা নার্সারি ধ্বংস করল পুলিশ

আগরতলা, ১৬ জুলাই : গোপন খবরের ভিত্তিতে মেলাঘর থানার পুলিশ মেলাঘর সমর সেতুর আগে ইন্দিরা নগরে ৩০ হাজার গাঁজার গাছ ধ্বংস করেছে। ওই অভিযানে ছিলেন মেলাঘর থানার ওসি দেবাশীষ সাহা।

মেলাঘর থানার ওসি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে ইন্দিরা নগরে গাঁজা চাষ করা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে।

জনগণের সমস্যা সমাধানে সোনামুড়া মহকুমার জরাজীর্ণ রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিলে দপ্তর, খুশি এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৬ জুলাই: দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের পথে সোনামুড়া মহকুমার ৩ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা তথা কলমক্ষেত , উড়মাই এবং তেলকাজলা এলাকার সাধারণ মানুষের। দীর্ঘদিনের জীর্ণদশাকৃত সড়ক সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে দপ্তর। মেলাঘর পূর্ত দপ্তরের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট সড়ক নির্মাণ খুশি সাধারণ মানুষ।

মেলাঘর পুর পরিষদের অন্তর্গত ইন্দিরা নগর এলাকার সোনামুড়া মেলাঘর মূল সড়কের পাশ থেকে শুরু হয়ে দীর্ঘ ৪. ৬৭৫ কিমি সড়কের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে ,যার ব্যায় ভার ধরা হয়েছে ৬.৪৪ কোটি। আর এই কাজের বরাত পেয়েছে নির্মাণকারী সংস্থা 'সত্য সুন্দর দাস',। গত বছর বন্যায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সড়কটি, সড়কের বেশিরভাগ অংশ চলে যায় জলের তলায়। এরপরেই ওই সড়কের নির্মাণ কাজের বরাত দেয়া হয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে। যদিও বর্ষার কারণে সড়ক নির্মাণে বেগ পেতে হচ্ছে নির্মাণকারী সংস্থার, কারণ দু পাশেই বেশ কিছু জলাভূমি হওয়াতে নির্মাণ কাজ কিছুটা ধীর গতিতে চলছে। তবে সংস্থার পক্ষ থেকে যথা সম্ভব চেষ্টা করা হচ্ছে দ্রুত কাজটি সম্পূর্ণ করার। কোথাও কোথাও সেরে ফেলা হয়েছে মেটেলিং এর কাজ আবার কোথাও চলছে সড়কের পাশে রিটার্নিং ওয়াল এবং কালভার্ট তৈরির কাজ।

আর এই কাজ করার ক্ষেত্রে খোদ এলাকাবাসী বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করছেন ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীদের, সংশ্লিষ্ট সড়কের আওতাধীন কলমক্ষেত গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের এক কৃষক দীলিপ কুমার দেবনাথ জানান এই সড়কটি নির্মাণে তিনি খুশি, ঠিকাদারী সংস্থার পক্ষে সড়কের পাশে থাকা তার পুকুরের এক পাশে রিটার্নিং ওয়াল দিয়ে দেওয়ায় তিনি খুশি এতে তিনি নিজে থেকেই জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। এরকম আরো বেশ কয়েকটি পুকুরে পাশেই গড়ে তোলা হচ্ছে ওয়াল আর এতে করে পুকুর এবং সড়কের উভয়ের লাভ হচ্ছে। অন্যদিকে এক যান চালক জানান এই সড়কটি নির্মাণের ফলে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে পাশাপাশি স্থানীয় যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি রয়েছে তাতেও রোগী আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই সহজতর হবে, তাই তিনি ও সড়কটি নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়া সংশ্লিষ্ট পূর্ত দপ্তর এবং সরকার কে ধন্যবাদ জানান।

এআই-এর মাধ্যমে আগামীদিনে সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ সহজ হবে: পরিসংখ্যানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: এআই-এর মাধ্যমে আগামীদিনে সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ সহজ হবে। এআই-এর গুরুত্ব প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বেড়ে চলেছে। আজ অর্থ ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের উদ্যোগে ''জেনারেটিভ এ আই ফর ইমপেক্টঃ স্মার্ট টুলস ফর স্মার্টার গভর্নেন্স'' শীর্ষক তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা একথা বলেন। তিনি পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে জেনারেটিভ এআই-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন এবং কর্মশালায় আগত প্রশিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আগামী দিনে এআই-এর ব্যবহার সরকারী প্রতিটি ক্ষেত্রেই কাজে লাগাতে হবে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল, এন কে সন্তোষী বলেন, ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও প্রযুক্তির দিক দিয়ে সফলতার সাথে এগিয়ে চলেছে। তিনি তার বক্তব্যে এআই-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। এআই-কে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সর্বক্ষেত্রে কাজ সহজভাবে করা সম্ভব হবে সেই ব্যাপারে তিনি আলোচনা করেন। তিনি প্রত্যাশা করেন, প্রত্যেকেই এআই-এর ব্যবহার শিখুক এবং আগামীদিনে সেই টেকনোলজি নিজের কাজে ব্যবহার করুক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা (পরিসংখ্যান) দপ্তরের সচিব অভিষেক চন্দ্রা এবং অধিকর্তা ডি রিয়াং সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

এই কর্মশালায় অর্থ ও পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের ৬০ জনেরও বেশি কর্মকর্তা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন মন্ত্রকের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন অর্থ ও পরিসংখ্যান দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

রাজ্য সরকার রাজ্যের যুবক যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে: সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় আজ থেকে বিলোনীয়ার শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়াম কমপ্লেক্সে শুরু হয়েছে দু''দিন ব্যাপী ফুড ফেস্টিভেল। এই উৎসবের উদ্বোধন করে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, বর্তমানে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে আমাদের দেশের অবস্থান চতুর্থ স্থানে রয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ।সরকার স্বাবলম্বন গোষ্ঠীগুলিকে সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করছে, যার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত হচ্ছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ অর্থনীতি বিরাট ভূমিকা পালন করে চলছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের যুবক যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে যাতে তারা আত্মনির্ভর হতে পারে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই ফুড ফেস্টিভেল অনেক যুবক যুবতীকে আত্মনির্ভর হতে উৎসাহিত করবে। এই ধরনের ফুড ফেস্টিভেলকে ব্লক এবং মহকুমা স্তরেও আয়োজন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত তাদের বক্তব্যে এই ধরনের উৎসব আয়োজনের জন্য জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান এবং জনগণকে এর সুযোগ গ্রহণের আবেদন রাখেন ।অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরার পুলিশ সুপার মৌর্য্য কৃষ্ণ সি এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাইলাযু মগ, অতিরিক্ত জেলাশাসক হেমন্ত দেববর্মা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র মজুমদার। স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা মহ: সাজ্জাদ পি। এই ফুড ফেস্টিভেলে উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণ ভারতীয়, চাইনিজ ও ত্রিপুরার ঐতিহ্যগত খাবারের মোট ২০টি

ধর্মনগরে জেলাভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ-২০২৫ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জুলাই: সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত জেলা প্রজেক্ট কোঅডিনেটরের উদ্যোগে শুরু হলো জেলাভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ-২০২৫। সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর উত্তর ত্রিপুরা জেলার উদ্যোগে ধর্মনগরে বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে দু''দিনব্যাপী কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ ২০২৫ এর শুভ সূচনা হলো।

বৃক্ষে জল দানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি ভবতোষ দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুরো পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রানী দাস সেন, জেলা প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সমগ্র শিক্ষা অভিযান তথা জেলা শিক্ষা আধিকারিক ফিরঞ্জন ত্রিপুরা, উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ নন্দিতা রায়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথা ধর্মনগর সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা সুপর্ণা ঘোষ।

বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ করছে: বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই: আজ তুলাশিখর ব্লকের অন্তর্গত বাচাইবাড়ি বাজারে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে মৎস্য বাজার শেড এর উদ্বোধন করেন রাজ্যের বন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টিটিএএডিসি''র খোয়াই জোনাল চেয়ারম্যান বিষু দেববর্মা, খোয়াই জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী বিনয় দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ করছে। চাকুরি থেকে শুরু করে কৃষি, পানীয়জল, সড়ক নির্মাণ সব ক্ষেত্রেই সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ রূপায়ণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলের বাজারগুলিতে কৃষিজাত ও মাছজাত পণ্যের সঠিক বিপননের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে মার্কেট শেড তৈরি করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বাচাইবাড়ি বাজারে এই ফিশ মার্কেট শেড নির্মাণ করা হয়েছে। তুলাশিখর বাজারে ৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মার্কেট শেড নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলি গ্রামীণ এলাকার ব্যবসায়ীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ তৈরি করবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতেও সদর্থক ভূমিকা নেবে।

খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি শক্তিশালী করতে মাছ চাষের মত জীবিকাগুলিতে সরকারি উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, এই ফিশ মার্কেট শেড শুধু একটি বাজার কাঠামো নয়, এটি এলাকার মৎস্যচাষিদের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে। এছাড়া অন্যান্য অতিথিগণও বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন খোয়াই মহকুমার মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক মানিক দত্ত। অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ফিতা কেটে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত রিটেইল ফিশ মার্কেট শেড এর উদ্বোধন করেন।

ডুম্বুরনগর আইসিডিএস প্রজেক্টের উদ্যোগে তিনমাসব্যাপী কিশোরীদের সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া,১৬ জুলাই: ডুম্বুরনগর আইসিডিএস প্রজেক্টের উদ্যোগে তিনমাসব্যাপী কিশোরীদের সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বুধবার ছিল শেষ দিন। এই উপলক্ষে এদিন মহকুমার নারায়ণপুর দেবনাথ পাড়াস্থিত বিবেকানন্দ ক্লাব প্রাঙ্গণে এক সংক্ষিপ্ত সমাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টিটিএএডিসি''র সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার সুধন দেববর্মা, গন্ডাছড়া সিডিপিও সুজিত দাস, বিবেকানন্দ ক্লাব সম্পাদক আদিত্য সরকার, দপ্তরের সুপারভাইজারগন, অঙ্গনওয়ারী ওয়ার্কার, স্থানীয় অভিভাবকবৃন্দ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে তিনমাসব্যাপী এই সেলাই প্রশিক্ষণের তাৎপর্য, লক্ষ্য ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া কিশোরীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে এই ধরনের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রশাসন সবসময় চেষ্টা করছে যাতে গ্রামের যুবতী ও কিশোরীরা স্বনির্ভর হতে পারে এবং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পরিবারকে সহযোগিতা করতে পারে।

টিটিএএডিসি''র সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার সুধন দেববর্মা বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং এডিসি প্রশাসন নারী ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরতার জন্য একাধিক প্রকল্প চালু করেছে। এই সেলাই প্রশিক্ষণ তারই একটি অংশ, যার মাধ্যমে এলাকার ১০ জন কিশোরী হাতে-কলমে সেলাই কাজ শিখে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে। অনুষ্ঠানে ১০ জন কিশোরীর হাতে একটি করে নতুন সেলাই মেশিন, টাইপিং বাবদ দুই হাজার টাকা নগদ এবং সেলাই প্রশিক্ষণ সমাপ্তির সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে জানান, তিন মাসের এই প্রশিক্ষণ তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। এখন তারা বাড়িতেই ছোট ছোট কাজ শুরু করতে পারবে এবং অল্প আয় দিয়ে পরিবারকে আর্থিকভাবে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে। অনেকে নতুন অর্ডারও নিতে শুরু করেছে বলে জানান তারা।

স্মার্ট মিটার ইস্যুতে উদয়পুর বিদ্যুৎ দপ্তরের ডেপুটেশন সিপিআইএমএলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুলাই।। স্মার্ট মিটার প্রকল্প ত্রিপুরা রাজ্যের শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী ও দারিদ্রতম মানুষের উপর এক চরম দুর্ভোগ ও বিপর্যয় ডেকে এনেছে বলে অভিযোগ এনেছে সিপিআইএমএল। এই স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে বুধবার সি পি আই (এম- এল) উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে পার্থ কর্মকারের নেতৃত্বে উদয়পুর বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিজিএমের নিকট এক ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন।

ডেপুটেশন শেষে পার্থ কর্মকার বলেন, এই স্মার্ট মিটার মানুষের জীবনে নেমে এসেছে এক আতঙ্ক। সন্দেহজনক ও উচ্চমাত্রা বিলের বিশাল পরিমাণ অর্থ সাধারণ ভোক্তাদের পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক করা যাবে না বলে উল্লেখ করে দাবি জানিয়েছে পার্থ কর্মকার। ডেপুটেশনে মোট ১২ দফা দাবি তুলে ধরা হয় ডেপুটেশনে।

তিনি আরো বলেন, প্রবীণ নাগরিক ও যারা স্মার্টফোন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না তারা অনলাইন প্রতারণার ঝুঁকিতে রয়েছেন। তাই স্মার্ট মিটার প্রকল্প সবার জন্য বাধ্যতামূলক না করার দাবি জানানো হয়েছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র সরকার স্মার্ট মিটার লাগানো স্থগিত রেখেছেন। তাই ত্রিপুরা সরকারকে স্মার্ট মিটার না লাগানোর জন্য দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিলে অতিরিক্ত ৭৭ পয়সা ফুয়েল চার্জ সহ গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে। এই সমস্ত দাবিগুলো অতি সত্তর বাস্তবায়িত না হলে সারা রাজ্যে দল জনগণকে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করা দাবি জানানো হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas